شکوہ جواب شکوہ

مترجم ڈاکٹر محمد شہید اللہ

بنگالی

Shikwah wa Jawab-i-
Shikwah
with transliteration in Bengali
and verse translation into
Bengali by Dr. Muhammad
Shahidullah

Presented to the
Iqbal Academy by
the Translator.

Md. Shahidullah
10. 5. 1964

LIBRARY
IQBAL ACADEMY, KARACHI.
Book No. 845

[illegible]

و

[illegible]

LIBRARY
IQBAL ACADEMY, KARACHI.
Book No. 845

IQBAL ACADEMY PAKISTAN
LIBRARY.
Acc. No. 845
LAHORE.

লেখকের অন্যান্য কয়েকটি বই

বিদ্যাপতি শতক

রুবা'ইয়াত-ই-'উমর খয়্যাম

দীওআন-ই-হাফিয

অমর কাব্য

ইস্‌লাম প্রসঙ্গ

শেষ নবীর (দঃ) সন্ধানে

ছোটদের রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)

রকমারী

বাংলা সাহিত্যের কথা (১ম ও ২য় খণ্ড)

ভাষার ইতিবৃত্ত (যন্ত্রস্থ)

কুর্‌আন প্রসঙ্গ (যন্ত্রস্থ)

শিক্‌ওআহ

ও

জওআব-ই-শিক্‌ওআহ্‌

[নালিশ ও নালিশের জবাব]

মূল ঃ আল্লামা মুহম্মদ ইক্‌বাল

অনুবাদ ঃ আল্‌হাজ্জ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌

রেনেসাঁস প্রিন্টার্স ॥ ঢাকা ॥

প্রকাশক ॥ মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্

রেনেসাঁস্ প্রিন্টার্স্ ॥ ১০ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা — ১

প্রথম সংস্করণ : ১৯৪২

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৫৪

পরিবর্তিত নতুন সংস্করণ :

১৯৬৪ : এপ্রিল ॥ ১৩৭১ : বৈশাখ ॥ ১৩৮৩ : যিল্‌হাজ্

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জায় : হাসান জামাল

মুদ্রক : এম্ রাযীউল্লাহ্

রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১০ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা —১

॥ গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ॥

মূল্য : ২·৫০

Bengali Translation in Verse from Urdu

SHIKWAH-O-JAWAB-I-SHIKWAH

Original : Dr. Md. Iqbal (Pakistan)

Translator : Dr. Md. Shahidullah (Pakistan)

Copyright : The Author

Revised Third Edition : April, 1964

Publisher : M. Safiyyullah

RENAISSANCE PRINTERS

10 Northbrook Hall Road, Dacca—1 (Pakistan)

Price : Rs. 2·50

উৎসর্গ

আল্লামা স্যার মুহম্মদ ইক্‌বালের
পুণ্য স্মৃতি উদ্দেশে—

LIBRARY
IQBAL ACADEMY, KARACHI.
Book No.........

॥ নূতন সংস্করণের ভূমিকা ॥

শিক্ওআহ্ ও জওআব-ই-শিক্ওআহ্ আল্লামা ইক্বালের জনপ্রিয় জাতীয় খণ্ডকাব্য। আমি ইহা সাড়ে পাঁচ দিনে অনুবাদ করিয়াছিলাম। আমি মনে করি ইক্বালের পবিত্র রূহ্ আমাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। এই খণ্ডকাব্যের কয়েকটি খ্যাত ও অখ্যাত অনুবাদ আজকাল প্রকাশিত হইয়াছে। এখন আমার অনুবাদের প্রণালী সম্বন্ধে দু'য়েকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি, কারণ কেহই অনুবাদে মূলের ছন্দের অনুসরণ করেন নাই। আমি মনে করি, প্রথমতঃ অনুবাদ যতদূর সম্ভব মূলের ছবি হইবে। দ্বিতীয়তঃ, পদ্যানুবাদে মূলের কাঠাম বজায় রাখিতে হইবে; যথা সনেটের অনুবাদে চতুর্দশ-পদী; গযলের অনুবাদে চরণ সংখ্যা ও যতদূর সম্ভব অন্ত্য মিল (কাফিয়াহ্) এবং যমক (রদীফ); এইরূপ রুবা'ইয়াতের অনুবাদে চরণ সংখ্যা ৪, অন্ত্য মিল ও যতদূর সম্ভব যমক রক্ষা করিতে হইবে! শিক্ওআহ্ ও জওআব-ই-শিক্ওআহ্ মুসদ্দস অর্থাৎ ছয় চরণবিশিষ্ট। ইহার প্রথম চারি চরণে এক মিল এবং শেষ দুই চরণে অন্য এক মিল। কখনও মিলের পরে যমক থাকে। সাধারণ উর্দু কবিতার ন্যায় ইহা আরবী ছন্দে রচিত। ইহাতে ছন্দ হ্রস্ব, দীর্ঘ অক্ষর ও পদ সংখ্যার উপর নির্ভর করে, যথা শিক্ওআহ্‌র প্রথম স্তবকের প্রথম চরণ—

— ⌣ — — | ⌣ ⌣ — — | ⌣ ⌣ — — | ⌣ ⌣ —

কীঁউ যি-য়াঁ কা-| র ব-নূ স্থূ-| দ ফ-রা-মূ-| শ র-হুঁ

ইহার ছন্দ রমল, যাহার ওযন হইতেছে

فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

ইহার প্রত্যেক চরণে চারিটি করিয়া পদ থাকে।

মিলের পরে যমকের দৃষ্টান্ত শিক্ওআহ্‌্র স্তবক ১৩, ২০, ২৭, ৩১ এবং জওআব-ই-শিক্ওআহ্‌্র স্তবক ১, ১০, ১১, ১৩, ১৫, ৩১, ৩৫।

বলা কর্তব্য আমাদের কয়েকজন কবি বাংলা ভাষায় আরবী ছন্দের প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা পরে তাহা ত্যাগ করেন। আমি চরণ সংখ্যা, মিল ও যথাসাধ্য যমকে মূলের অনুসরণ করিয়াছি। কিন্তু বাংলা ভাষার সেই স্বরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করিয়াছি, যাহা মূলের ছন্দের অনুরূপ, কিন্তু এক নয়।

এই নূতন সংস্করণ আমি বাংলা অক্ষরে উর্দু্র অনুলিখন করিয়াছি। আশা করি ইহাতে আমাদের অন্যতর রাষ্ট্রভাষা সকলের সহজ পাঠ্য হইবে এবং পাঠক মূলের সহিত অনুবাদের তুলনা করিতে পারিবেন। ফুটকিযুক্ত অক্ষরের অভাবে বাংলায় সকল আরবী ফারসী অক্ষরের অনুলিখন সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু সর্বত্র

জীম (ج)	অক্ষর স্থানে বাংলায় জ,
যাল (ذ) যে (ز) যোয়াদ (ض) যোয় (ظ)	অক্ষর স্থানে বাংলায় য,
সে (ث) সীন (س) সোআদ (ص)	অক্ষর স্থানে বাংলায় স,
শীন (ش)	অক্ষর স্থানে বাংলায় শ,
ইয়া (ی) (ব্যঞ্জনবর্ণ)	অক্ষর স্থানে বাংলায় য়,
‘আয়নের (ع)	চিহ্ন স্বরূপ ‘
এবং মদ্‌যুক্ত আলিফ (آ) স্থানে	আ ব্যবহৃত হইয়াছে।

বাংলা অক্ষরে ব্যঞ্জনবর্ণ ওআও (و) এর অনুলিখনে و, او, وِ, ےو, স্থানে যথাক্রমে ওঅ (ও), ওআ, ওই, ওঈ (ওএ) ব্যবহৃত হইয়াছে। সর্বত্র স্বরধ্বনি و এবং ے স্থানে উকার (ওকার) ও ঈকার (একার) প্রয়োগ করা হইয়াছে।

পূর্ব সংস্করণ অবলম্বনে বিখ্যাত সুরশিল্পী জনাব 'আবদুল আহাদের প্রযোজনায় ঢাকা বেতার উর্দু মূলের আবৃত্তির সহিত আমার অনুবাদ আমাদ্বারা ইক্‌বাল দিবসে প্রচারিত করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছে। মহামান্য সরকার বিভিন্ন সময়ে কিছু সংখ্যক পুস্তক ক্রয় করিয়া ইহার প্রচারে সাহায্য করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন।

এই সংস্করণ জনপ্রিয় হইলে, আমি শ্রম সার্থক মনে করিব।

১৭, বেগম বাজার
ঢাকা, ১লা বৈশাখ ১৩৭১

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

এই সঙ্গে পড়বার মতন আরেকটা বই
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রণীত

ইক্‌বাল

পাকিস্তানের স্বপ্নসাধক এ যুগের শ্রেষ্ঠ মুসলিম চিন্তানায়ক, কবি ও দার্শনিকের জীবনী, বাণী ও পরিচিতিমূলক সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলা পুস্তক। দেশ বিদেশে উচ্চ প্রসংসিত।

স্বনামখ্যাত পণ্ডিত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্বয়ং ইক্‌বাল সম্পর্কে একখানি বাংলা বই লিখেছেন শুনে বাংলা সাহিত্যের পাঠকমাত্রই খুশি হবার কথা। ইক্‌বালের ভালো একখানি কবিতা সংকলন কবে যে বাংলা অনুবাদের মধ্যে দিয়ে আমাদের অধিগম্য হবে, সেই প্রতীক্ষায় দিন কাটছিল। এমন সময় শহীদুল্লাহ্ সাহেবের বইখানি হাতে এলো। —চতুরঙ্গ।

আল্লামা মুহম্মদ ইক্‌বাল সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষিপ্ত-ভাবে হ'লেও পূর্ণভাবে আলোচিত হ'য়েছে আলোচ্যগ্রন্থখানিতে। লেখক নিজে সুপণ্ডিত এবং ইক্‌বালের রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ঘনিষ্ঠ। তাঁর এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলই তিনি সরলভাবে পরিবেশন করেছেন পাঠকদের। —দেশ।

আল্লামা মুহম্মদ ইক্‌বাল সারা বিশ্বে মুসলমানদের জাতীয় কবি বলিয়া স্বীকৃত। বিশেষ করিয়া পাক ভারতের মুসলমানগণ তাঁকে নিজেদের জাতীয় কবি বলিয়া গৌরব বোধ করিয়া থাকেন কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলমান আজ পর্যন্ত কবি ইক্‌বালের জীবন, কাব্য ও চিন্তাধারার সঙ্গে পূরোপূরিভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পায় নাই। ইহার একটি সুস্পষ্ট কারণ এই যে, বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত কবির রচনা ও জীবন সম্বন্ধে কোন পূর্ণাঙ্গ পুস্তক প্রণীত হয় নাই। আলোচ্য পুস্তকখানা স্বল্পায়তন হইলেও উপরোক্ত অভাব বহুলাংশে মিটাইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। এজন্য জ্ঞানবৃদ্ধ গ্রন্থকার বাঙালী পাঠকমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। —দৈনিক আজাদ।

পরিবর্দ্ধিত ৫ম সংস্করণ। ১/৮ ডিমাই। বাঁধাই মূল্য ঃ তিন টাকা

সূচী

ভূমিকা	...	৶০—।০
শিক্ওআহ্	....	১—৩২
জওআব-ই-শিক্ওআহ্	...	৩৩—৬৯
প্রথম স্তবক সূচী	...	৭০—৭৭
ইক্‌বাল পরিচিতি	...	৭৮—৯২

لا إله إلا الله محمد رسول الله

॥ নালিশ ॥

॥ ১ ॥

কীঁউ যিয়াঁ কার বনূঁ সূদ্ ফরামোশ রহূঁ,
ফিক্‌রে ফর্‌দা না করূঁ মহ্‌ওএ গমে দোশ রহূ,
নালে বুল্‌বুল্ কে সুনূঁ আওর হমহ্‌তন্ গোশ রহূঁ,
হম্‌নওআ ! ম্যঁয় ভী কোঈ গুল্ হূঁ কে খামোশ রহূঁ ?
জুর্‌আৎ আমূয মেরী তাবে সুখন্ হায়্ মুঝ্‌কো,
শিক্‌ওআহ্ আল্লাহ্ সে খাকম্ ব-দিহন্ হায়্ মুঝ্ কো।

কেন ক্ষতি সইব ব'সে, করব না কো লভ্যে যতন ?
ভবিষ্যৎ আর ভাবব না কো, অতীত শোকে রইব মগন ?
শুনব শুধু বুলবুলি-তান সর্ব দেহে হ'য়ে শ্রবণ !
বন্ধু ওগো ! ফুল কি আমি ? চুপটি রব কিসের কারণ ?
মুখ থেকে মোর ফুটছে ভাষা বক্ষ ফেটে মরম দুখে ;
নালিশ আমার খোদার নামে, ছাই পড়ুক গে আমার মুখে !

॥ ২ ॥

হায়্ বজা শেওআএ তস্‌লীম মেঁ মশ্‌হূর হাঁয়্ হম,
কিস্‌সাএ দর্দ স্থনাতে হাঁয়্ কে মজ্‌বূর হাঁয়্ হম্,
সাযে খামোশ হাঁয়্, ফরিয়াদ সে মা'মূর হাঁয়্ হম,
নালাহ্ আতা হায়্ আগর লব পে, তো মা'যূর হাঁয়্ হম।
আয় খুদা! শিক্‌ওআএ আর্‌বাবে ওফা ভী স্থন্ লে,
খগরে হম্‌দ সে থোড়া সা গিলা ভী স্থন্ লে।

তোমার সেবক ব'লে খ্যাতি লাভ করেছি আমরা ভবে;
দুখের কথা শুনিয়ে দিতে বাধ্য হ'লাম আজকে সবে।
চুপ যদিও বীণার মত কাঁদছে পরাণ করুণ রবে।
বিলাপ যদি বেরোয় ঠোঁটে, নাচার ব'লে ক্ষ'মো তবে।
নালিশ আজি করছে খোদা! তোমার ভক্ত বান্দা, শোন;
স্তব স্তুতি স্বভাব যাদের, একটু তাদের নিন্দা শোন।

বান্দা—দাস।

॥ ৩ ॥

থী তো মওজূদ আযল সে হী তেরী যাত কদীম,
ফূল থা যেবে চমন, পর না পরেশাঁ থী শমীম,
শর্তে ইন্‌সাফ হায়, আয় সাহিবে ইল্‌তাফে 'আমীম,
বূএ গুল্‌ ফয়ল্‌তী কিস্‌ তর্‌হ জো হোতী না নসীম।
হম্‌কো জম্‌'ঈয়তে খাতির্‌ পে পরেশানী থী,
ওআর না উম্মত তেরে মহবূব্‌কী দেওআনী থী?

আদি হ'তেই অস্তিত্ব তো ছিল তোমার বিদ্যমান,
গোলাপ ছিল বাগান-শোভা, ছড়ায় নি তো তার সুঘ্রাণ।
ন্যায্য কথা বল্‌তে গেলে, শোন অশেষ মেহেরবান,
থাকত না কো যদি পবন, করত কেউ কি সুবাস দান?
মনের শান্তি গেল ঘুচে তোমার শুধু ভাবনা ভেবে;
নইলে তা কি পাগল ছিল তোমার সখার "উম্মত" সবে?

তোমার সখা—খোদার বন্ধু হযরত মুহম্মদ (দঃ)।
উম্মত—ধর্ম্ম সম্প্রদায়।

॥ ৪ ॥

হম্‌সে পহ্‌লে থা 'আজব তেরে জহাঁ কা মন্‌যর,
কহীঁ মস্‌জূদ থে পথর, কহীঁ মা'বূদ শজর,
খূগরে পয়করে মহ্‌সূস্ থী ইন্‌সাঁ কী নযর,
মান্‌তা ফির কোঈ আন্ দেখে খুদা কো কীঁউ কর।
তুঝ্ কো মা'লূম হায়্ লেতা থা কোঈ নাম তেরা ?
কুওওতে বাযূএ মুস্‌লিম্ নে কিয়া কাম তেরা।

পূর্বে মোদের বিশ্বে ছিল দৃশ্য অতি হাস্যকর ;
কেউ পূজিত গরু বানর, কেউ পূজিত গাছ পাথর।
সাকার পূজায় নিত্য রত নিখিল বিশ্ব চরাচর,
কে পূজিত, কে মানিত আকারবিহীন এক ঈশ্বর ?
জান তুমি ধরাতলে নিত কেউ কি তোমার নাম ?
মুসলমানের বাহুর বলই করলে তোমায় সফলকাম।

॥ ৫ ॥

বস্ রহে থে য়হীঁ সল্জূক ভী তূরানী ভী,
আহ্‌লে চীন চীন মেঁ, ঈরান মেঁ সাসানী ভী,
ইসী মা'মূরে মেঁ আবাদ থে য়ূনানী ভী,
ইসী দুন্ইয়া মেঁ য়াহূদী ভী থে নস্‌রানী ভী।
পর তেরে নাম পে তল্ওআর উঠাঈ কিস্‌নে?
বাত জো বিগ্‌ড়ী হুঈ থী ওহ্ বনাঈ কিস্‌নে?

ধরায় ছিল সলজূক জাতি, আরও ছিল তুরানী।
চীনে ছিল চীনা জাতি, ঈরান দেশে সাসানী।
ছিল আরও গ্রীস দেশেতে সভ্য জাতি ইউনানী।
ছিল ধরায় ইহুদ জাতি, আরও ছিল নাসরানী।
কিন্তু তোমার নামের তরে ধরলে কেটা তলোয়ার?
ভাঙা চোরা গড়তে নূতন করলে পরাণ উপহার?

সল্জূক—তুর্কি জাতির এক শাখা।
সাসানী—পারস্যের রাজবংশ।
নাস্‌রানী—খ্রীষ্টান।

॥ ৬ ॥

থে হমে এক তেরে মা'রকাহ্ আারাওঁ মেঁ,
খুশ্কীওঁ মেঁ কভী লড়্তে থে, কভী দরিয়াওঁ মেঁ,
দীঁ আযানেঁ কভী য়ূরুপ কে কলীসাওঁ মেঁ,
কভী আফ্রীকাহ্ কে তপ্তে হুএ সহ্রাওঁ মেঁ।
শান আাখোঁ মেঁ ন জচ্তী থী জহাঁদারোঁ কী,
কল্মাহ পড়তে থে হম, ছাওঁমেঁ তল্ওআরোঁ কী।

ছিলাম মোরা অদ্বিতীয় যোদ্ধ্দলের গণনায়।
লড়তাম মোরা কভু ভূমে, আরও কভু দরিয়ায়।
"আযান" মোরা ধ্বনিয়াছি ইউরোপেরও গিরিজায়,
কখন বা আফ্রিকারি রৌদ্রতপ্ত সাহারায়।
তুচ্ছ ছিল মোদের চোখে বাদশাহি এ দুনিয়ার।
"কলমাহ্" বাণী ভুলি নি কো পড়লে শিরে তলোয়ার।

আযান—নমাযের জন্য আহ্বান বাক্য।
কলমাহ্—কলিমাহ। আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নাই, মুহম্মদ আল্লাহের প্রেরিত—এই বাক্য।

হম্ জো জীতে থে, তো জঙ্গোঁ কী মুসীবত, কে লিএ,
আওর মর্তে থে তেরে নাম কী 'আয্মত কে লিএ,
থী না কুছ তেগ-যনী আপ্নী হুকূমত কে লিএ,
সর ব-কফ ফির্তে থে কিয়া দহর মেঁ দওলত কে লিএ ?
কওম আপ্নী জো যর ও মালে জহাঁ পর মর্তী,
বুত ফরোশী কে 'আওয বুত্‌ শিক্‌নী ক্যূঁউ কর্তী ?

বাঁচতাম শুধু রণভূমে কষ্ট মোরা সইবার তরে।
মরতাম শুধু রাখতে তোমার পূত নামের মাহাত্ম্যরে।
ধরি নি কো তলোয়ার মোরা রাজত্বেরি লালস ক'রে।
ফিরতাম কি গো পরাণ হাতে শুধু ধনের লোভটি ধ'রে ?
অর্থ লোভে মরত যদি এই দুনিয়ায় কোনও জাতি,
বুত-বেচা না হ'য়ে কেন বুত-ভাঙা তার হ'ল খ্যাতি ?

বুত—প্রতিমা।

টল্ না সক্‌তে থে আগর জঙ্গ মেঁ আড় জাতে থে,
পাঁও শেরোঁ কে ভী ময়দাঁ সে উখড় জাতে থে।
তুঝ্‌সে সর্‌কশ হুআ কোঈ তো বিগড় জাতে থে,
তেগ কেয়া চীয হায়্‌? হম তোপ সে লড়্‌ জাতে থে।
নক্‌শে তওহীদ কা হর্ দিল পে বিঠায়া হম নে,
যেরে খন্‌জর ভী য়িহ্‌ পয়গাম্ সুনায়া হম নে।

যুদ্ধ হ'তে মোদের হটান্ সাধ্য ছিল কার কখন ?
সিংহ হ'লেও বিপক্ষেরা করত পৃষ্ঠ প্রদর্শন।
অবাধ্য কেউ হ'লে তোমার, করতাম তারে আক্রমণ।
অসি তো ছার ! কামান হ'তেও করতাম না কো পলায়ন।
আঁকিয়াছি প্রতি হৃদে "তৌহীদে"রি ছবিখানি।
শুনায়েছি খড়্গতলে তোমারি এই পূত বাণী।

তৌহীদ—আল্লাহের একত্ব।

॥ ৯ ॥

তূহী কহ্ দে কে উখাড়া দরে খয়বর কিস্ নে,
শহর কয়সর কা জো থা উস্ কো কিয়া সর্ কিস্ নে,
তোড়ে মখলূকে খুদাওঅন্দোঁ কে পয়কর কিস্ নে,
কাট্ কর রখ্ দীএ কুফ্ফার কে লশ্কর কিস্ নে।
কিস্ নে ঠণ্ডা কিয়া আতিশ-কদাএ ঈরাঁ কো,
কিস্ নে ফির যিন্দাহ্ কিয়া তয্কিরাএ য়ায্দাঁ কো।

তুমিই বল, ভাঙ্‌ল কে সে খায়বরেরি দুর্গদ্বার ?
কায়সারের সে রাজধানীটি হস্তে হ'ল চূর্ণ কার ?
হাতের গড়া মাটির ঠাকুর করলে কে সে সব চূরমার ?
বিধর্মীদের সৈন্য রাশি করলে কে এক দম ছারখার ?
নিভিয়ে দিলে কোন্ সে জাতি অগ্নিকুণ্ড পারস্যের ?
জীয়ন্ত কে করলে আবার জয়ধ্বনি আল্লাহের ?

খায়বর—মদীনায় ইহুদীদের দুর্গ।
কায়সার—গ্রীক সম্রাট্।

॥ ১০ ॥

কৌন সী কওম ফকত তেরী তলব্‌গার হূঈ,
আওর তেরে লিএ যহ্‌মত্‌ কশে পয়কার হূঈ,
কিস্‌ কী শম্‌শীরে জহাঁগীর জহাঁদার হূঈ,
কিস্‌ কী তক্‌বীর সে দুন্‌ইয়া তেরী বেদার হূঈ।
কিস্‌ কী হয়বত সে সনম সহ্‌মে হূএ রহ্‌তে থে,
মুঁহ্‌ কে বল গিরকে 'হুওআল্লাহু আহদ' কহ্‌তে থে।

কোন্‌ সে জাতি তোমার প্রীতি ভাবলে যারা সার সবার?
তোমার তরে হাস্য মুখে করলে শত দুখ স্বীকার?
বিশ্বজয়ী তরবারি হ'ল কাদের বিশ্বধার?
"তকবীরে" কার নব জাগর আনলে প্রাণে এই ধরার?
কার ডরেতে ঠাকুরগুলি অসাড় হ'য়ে রইত রে?
হেঁট মুখেতে "হুও আল্লাহু আহদ" বাণী কইত রে।

বিশ্বধার=বিশ্বধারণকারী।
তক্‌বীর—"আল্লাহু আক্‌বর', আল্লাহ শ্রেষ্ঠ।
হুও আল্লাহু আহদ—সেই আল্লাহ এক।

॥ ১১ ॥

আ গয়া 'আয়ন লড়াঈ মেঁ আগর ওআক্তে নমায,
কিব্লাহ্ রূ হোকে যমীঁ বোস হুঈ কওমে হিজায,
এক্ হী সফ্ মেঁ খড়ে হো গয়ে মহ্মূদ ও আয়ায,
না কোঈ বন্দাহ্ রহা আওর না কোঈ বন্দাহ্ নওআয।
বন্দা ও সাহিব ও মুহ্তাজ ও গনী এক হূএ,
তেরী সরকার মেঁ পহুঁচে তো সভী এক হূএ।

যুদ্ধ মাঝে ওয়াক্ত হলে পড়ত সবে মিলে নমায,
কাতার বেঁধে "কিব্লা" মুখে ভূমিষ্ঠ শির আহ্লে হিজায।
একই সারি পাশাপাশি খাড়া মাহ্মূদ আর আয়ায,
রইত না কো কোনও তফাৎ, কে ভিখারী, কে মহারাজ।
মনীব চাকর, আমীর গরীব হ'ত সবাই এক আকার।
এলে তোমার দরবার মাঝে থাকত না কো ভেদ বিচার।

ওয়াক্ত—সময়।
কিবলা—নমাযীর লক্ষ্য কাবা।
আহলে হিজায—হিজাযবাসী। আরবের যে প্রদেশে মক্কা, মদীনা প্রভৃতি তাহার নাম হিজায।
মাহমুদ—সুলতান মাহমুদ গযনভী।
আয়ায—তাঁহার ভৃত্য।

মহ্‌ফিলে কওন্‌ ও মকাঁ মে঄ সহ্‌র্‌ ও শাম ফিরে,
ময়ে তওহীদ কো লে কর্‌ সিফতে জাম ফিরে,
কোহ্‌ মে঄ দশ্‌ত মে঄ লে কর্‌ তেরা পয়গাম ফিরে,
আওর মা'লুম হায়্‌ তুঝ্‌ কো কভী নাকাম ফিরে ?
দশ্‌ত তো দশ্‌ত হাঁয়, দরিয়া ভী না ছোড়ে হম্‌ নে,
বহ্‌রে যুল্‌মত মে঄ দওড়া দীএ ঘোড়ে হম্‌ নে।

ফিরিয়াছি দিবারাত্র বিশ্ব মাঝে অবিরত।
ফিরিয়াছি "তৌহীদে"রি মদ্য হতে সাকী মত।
ফিরিয়াছি বার্তা বাহি মরু, কান্তার ও পর্বতও।
ফিরিয়াছি কভু জান হ'য়ে বিফলমনোরথও ?
মরু তো ছার, ছাড়িনি কো কোনও দুস্তর পারাবার,
আটলান্টিকে দৌড়ে গেছি আমরা সবে ঘোড়-সওয়ার।

সাকী—সুরা-পরিবেশনকারী।

॥ ১৩ ॥

সফ্‌হাএ দহর সে বাতিল কো মিটায়া হম্‌ নে,
নওএ ইন্‌সাঁ কো গুলামী সে ছুড়ায়া হম্‌ নে,
তেরে কা'বে কো জবীনোঁ সে বসায়া হম্‌ নে,
তেরে কুর্‌আঁ কো সীনোঁ মেঁ লগায়া হম্‌ নে।
ফির ভী হম সে য়িহ্‌ গিলা হায়্‌ কে ওফাদার নহীঁ,
হম ওফাদার নহীঁ, তূভী তো দিলদার নহীঁ।

কালের খাতায় মিথ্যা বাতিল সাফ মুছায়ে দিলাম মোরা।
মানব জাতির দাসত্বেরি দাগ ঘুচায়ে দিলাম মোরা।
তোমার কাবায় কপাল রেখে লোক বসায়ে দিলাম মোরা।
তোমায় কোরান কণ্ঠে ধ'রে বুক লাগায়ে নিলাম মোরা।
তবু তুমি কর নিন্দা, আমরা তোমার নহি ভক্ত;
আমরা ভক্ত নই তো তুমি নও তো মোদের অনুরক্ত।

উম্মতেঁ আওর ভী হাঁয়্, উন্ মেঁ গুনাহ্‌গার ভী হাঁয়্,
ইজ্‌যওআলে ভী হাঁয়্, মস্‌তে ময়ে পিন্‌দার ভী হাঁয়্,
উন্ মেঁ কাহিল ভী হাঁয়্, গাফিল ভী হাঁয়্, হুশ্‌ইয়ার ভী হাঁয়,
সয় কড়োঁ হাঁয়্, কে তেরে নাম সে বেযার ভী হাঁয়্।
রহ্‌মতেঁ হাঁয়্ তেরা আগ্‌ইয়ার কে কাশানোঁ পর,
বর্‌ক্ গির্‌তী হাঁয়্ তো বেচারে মুসল্‌মানোঁ পর।

আরও আছে জাতি কত, তাদের কত পাপে রত,
কেউ বিনয়ী, অহঙ্কারে মত্ত, কেউ বা সমুদ্ধত।
আছে কাহিল কিংবা গাফিল, আছে সুবোধ, বুদ্ধিহত,
তোমার নামে বেজার, হেন আছে ধরায় কত শত।
অনুগ্রহ বর্ষে তোমার দেখি তাদের প্রতি ঘর।
বজ্র পড়ে বেচারা এই মুসলমানের মাথার পর!

কাহিল=অলস।
গাফিল—অমনোযোগী।

॥ ১৫ ॥

বুত সনম্-খানোঁ মেঁ কহ্তে হাঁয়্, মুসল্মাঁ গয়ে,
হায়্ খ্শী উন্‌কো কে কা'বে কে নিগাহ্বাঁ গয়ে,
মন্‌যিলে দহর সে উঁটোঁ কে হুদীখাঁ গয়ে,
আপ্নী বগলোঁ মেঁ দবায়ে হুয়ে কুর্‌আঁ গয়ে।
খন্দাহ্‌যন কুফ্‌র হায়্, ইহ্‌সাস্ তুঝে হায়্ কে নহীঁ?
আপ্নী তওহীদ কা কুছ্ পাস তুঝে হায়্ কে নহী?

মন্দিরেতে মূর্তিরা কয়, গেলই ভাল মুসলমান।
বড় খুশী মনে তাদের গেল কাবার দরোয়ান।
দুনিয়া হ'তে গেল চ'লে গাইত যারা উটের গান।
চলে গেলে বগল তলে দাবিয়ে রেখে কোরানখান।
বিধর্মীরা টিটকারী দেয়, প্রাণে তোমার সয় বা কিনা?
"তৌহীদ" তরে একটুকুও দরদ তোমার হয় বা কিনা?

॥ ১৬ ॥

য়িহ্ শিকায়ত নহী , হাঁয়্ উন্‌কে খযানে মা'মূর,
নহী মহ্‌ফিল মে জিন্‌হেঁ বাত ভী কর্‌নে কা শ'উর,
কহর তো য়িহ্ হায়্ কে কাফির কো মিলে হূর্ ও কসূর,
আওর বেচারে মুসল্‌মাঁ কো ফকত ও'আদাএ হূর।
আব ওহ ইল্‌তাফ নহী , হম পে 'ইনায়াত নহী ,
বাত য়িহ্ কিয়া হায়্ কে পহ্‌লী সী মদারাত নহী ।

নিন্দা তো নয়, ধনরত্নে পরিপূর্ণ তারি ভাণ্ডার,
সভার মাঝে বলতে পারে বাক্য দু'টি শক্তি নাই যার।
বিধর্মী পায় হূর ও দৌলত সংসার মাঝে, সহের এ বা'র,
আর বেচারা মুসলিম তরে শুধুই হূরের এক অঙ্গীকার!
নাই কো এখন অনুগ্রহ, নাই কো তোমার মেহেরবানি।
একি কথা! সাবেক মত নাই আর সে নেক নজরখানি।

হূর—স্বর্গের অপ্সরা।

॥ ১৭ ॥

কীঁউ মুসলমানোঁ মেঁ হায়্ দওলতে দুন্‌ইয়া নায়াব ?
তেরী কুদ্‌রত তো হায়্ ওহ জিস্‌কী না হদ্ না হিসাব।
তূ জো চাহে তো উঠে সীনাএ সহ্‌রা সে হুবাব,
রহ্‌রওএ দশ্‌ত হো সয়্‌লে যদাএ মওজে সরাব।
তা'নে আগ্‌ইয়ার হায়্, রুস্‌ওআঈ হায়্, নাদারী হায়্,
কিয়া তেরে নাম পে মরনে কা 'অওয খ্বারী হায়্ ?

মুসলিমের আজ ধরায় কেন ভাগ্যের এত বিড়ম্বন ?
জানি তোমার শক্তির তরে নাই কো সীমা, নাই গণন।
ইচ্ছা হ'লে মরুর বুকে বহাও তুমি প্রস্রবণ।
মরীচিকা মাঝে পান্থে করতে পার জল-মগন।
অন্যেরা দেয় খোঁটা মোদের, মুসলিম আজি নিঃস্ব সবার।
তোমার নামে মরে যারা, ভাগ্যে তাদের দৈন্য কি সার ?

॥ ১৮ ॥

বনী আগ্ইয়ার কী আব চাহ্নেওয়ালী দুন্ইয়া,
রহ্গঈ আপ্নে লিএ এক খিয়ালী দুন্ইয়া,
হম তো রুখ্সত হুয়ে আওরোঁ নে সম্ভালী দুন্ইয়া,
ফির না কহ্না, হুঈ তওহীদ সে খালী দুন্ইয়া।
হম তো জীতে হাঁয়্ কে দুন্ইয়া মেঁ তেরা নাম রহে,
কহীঁ মম্‌কিন্ হায়্ কে সাকী না রহে, জাম রহে ?

অন্যেরে চায় দুনিয়া এবে, মুসলমানে চায় না কো আর।
মোদের তরে হ'লে শুধু খেয়ালি এক দুনিয়াই সার।
দুনিয়া হ'তে বিদায় মোরা. অন্যে হেথা করুক সুসার।
ব'ল না ফের, "তৌহীদ" তব লুপ্ত হ'ল বিশ্ব মাঝার।
বাঁচতে চাই এ ধরায় যেন কায়েম তোমার নামটী রয়।
সম্ভব সে কি ! রয় না সাকী, শুধু সুরার জামটী রয়।

কায়েম—স্থায়ী।
জাম—পাত্র।

॥ ১৯

তেরী মহ্‌ফিল ভী গঙ্গ, চাহনেওআলে ভী গয়ে,
শব কী আহেঁ ভী গঙ্গ, সুব্‌হ্‌ কে নালে ভী গয়ে,
দিল্‌ তুঝে দে ভী গয়ে, আপ্‌না সিলাহ্‌ লে ভী গয়ে,
আকে বয়ঠে ভী না থে আওর নিকালে গয়ে।
আয়ে উশ্‌শাক, গয়ে ও'আদাএ ফরদা লে কর,
আব উন্‌হেঁ ঢূণ্ড্‌ চিরাগে রুখে যীবা লে কর।

গেছে তোমার জলসা করা, গেছে তোমায় চাইত যারা,
গেছে চ'লে রাতের রীতি, ভোরের বেলায় অশ্রুধারা।
দিল্‌ দিয়েছে, পেয়েও গেছে বখশিশ তব সবাই তারা।
আসন নেওয়ার সাথে সাথেই হ'য়ে গেছে আসন-হারা।
এসে প্রেমিক গেছে চ'লে, কালকে পুনঃ আসবে ব'লে।
এখন তাদের বেড়াও খুঁজে উজল মুখের দীপটি জ্বেলে!

দর্‌দে লয়লা ভী ওহী, কয়স কা পহ্‌লূ ভী ওহী,
নজ্‌দ কে দশ্‌তো জবল মেঁ রমে আহু ভী ওহী,
'ইশ্‌ক কা দিল ভী ওহী, হুস্‌ন কা জাদূ ভী ওহী,
উম্মতে আহ্‌মদে মুর্সল ভী ওহী, তূ ভী ওহী।
ফির য়িহ্‌ আযুর্দগী গয়রে সবব কিয়া মা'নী ?
আপ্‌নে শয়দাওঁ পে য়িহ্‌ চশ্‌মে গযব কিয়া মা'নী ?

লায়লী-প্রাণের ব্যথা তো সেই, মজনু'র বক্ষঃস্থলও তো সেই ;
নজ্‌দের মাঠ ও পর্বত পরে ছুটে হরিণ দলও তো সেই ;
প্রেমিকেরি দিল্‌ও তো সেই, রূপের জাদুর বল তো সেই ;
রসূলুল্লাহ্‌র "উম্মত"ও সেই, তুমি আছ বল তো সেই।
অনর্থক এই দুখ পাওয়ানোর বল তবে মানে কি ?
ভক্তদেরে চোখ রাঙানোর বল তবে মানে কি ?

লায়লী—মজনু'র প্রেমাস্পদ নারী।
নজ্‌দ—আরবের একটী প্রদেশ।
রসূলুল্লাহ্‌—আল্লাহের প্রেরিতপুরুষ হযরত মুহম্মদ (দঃ)।

॥ ২১ ॥

তুঝ্ কো ছোড়া কে রসূলে 'আরবী কো ছোড়া ?
বুত-গরী পেশা কিয়া ? বুত-শিকনী কো ছোড়া ?
'ইশ্ক কো, 'ইশ্ক কী আশিফ্তাহ্-সরী কো ছোড়া ?
রস্মে সল্মন্ও উওয়্সে করনী কো ছোড়া ?
আগ তক্বীর কী সীনোঁ মেঁ দবী রখ্তে হাঁয়্।
যিন্দগী মিস্লে বিলালে হবশী রখ্তে হাঁয়্।

ছেড়েছি কি তোমায় মোরা ছেড়ে দিয়ে "পয়গম্বারে" ?
ছেড়েছি কি বুত-ভাঙা রীত ? ধরেছি কি বুত-পূজারে ?
ছেড়েছি কি প্রেম আচরণ ? প্রেমের মধুর মত্ততারে ?
করন্বাশী উবায়স কিংবা সল্মানের সে প্রেমপন্থারে ?
"তক্বীরে"রি আগুন মোরা বুকের নীচে চেপে রাখি।
হবশ্দেশী বিলাল মত জীবন মোরা যেপে থাকি।

পয়গম্বার—প্রেরিত পুরুষ হযরত মুহম্মদ (দঃ)
উবায়স—হযরত মুহম্মদের (দঃ) সমকালীন ভক্ত ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান আরবের ইয়ামন প্রদেশের করন শহর।
সল্মান— হযরত মুহম্মদের (দঃ) ভক্ত শিষ্য। পারস্যে জন্ম।
বিলাল— হযরত মুহম্মদের (দঃ) ভক্ত শিষ্য। জাতিতে হাবশী। ইসলামের প্রথম মুয়াযি্যন।

॥ ২২ ॥

'ইশ্‌ক কী খয়র ওহ পহ্‌লী সী আদা ভী না সহী,
জাদাহ্‌ পয়মাঈ তস্‌লীমো রিযা ভী না সহী।
মুয্‌তর্ব দিল্‌ সিফতে কিব্‌লাহ্‌-নুমা ভী না সহী,
আওর পাবন্দীয়ে আঈনে ওফাদারী ভী না সহী।
কভী হম্‌ সে, কভী গয়রোঁ সে শনাসাঈ হায়্‌,
বাত কহ্‌নে কী নহীঁ তূ ভী তো হরজাঈ হায়্‌।

মানি না হয়, নাই প্রেমিকের আগের মত সে আচরণ,
সন্তোষ আর কৃতজ্ঞতায় ছাপিয়ে মেনে পড়ে না মন।
মেনে নিলুম চঞ্চল মনে "কিব্‌লা" হয় না আর নিরূপণ!
বিশ্বস্ততা আইন না হয় করি না আর অনুসরণ।
কভু মোদের, কভু অন্যের সঙ্গে তোমার পরিচয়,
তুমি এখন বার জনের, এ কথা তো ক'বার নয়!

॥ ২৩ ॥

সরে ফারাঁ পে কিয়া দীন কো কামিল তূ নে,
এক্ ইশারে মেঁ হযারোঁ কে লিএ দিল তূ নে,
আতিশ আন্দোয কিয়া 'ইশ্‌ক কা হাসিল তূ নে,
ফুঁক দী গরমীএ রুখ্‌সার সে মহ্‌ফিল তূ নে।
আজ কীঁউ সীনে হমারে শরর্-আবাদ নহীঁ ?
হম ওহী সোখ্‌তাহ্‌ সামাঁ হাঁয়্‌ তুঝে ইয়াদ নহীঁ ?

ধর্ম করলে পূর্ণ তুমি মক্কার ফারান গিরি-চূড়ায়।
কেড়ে নিলে হাজারটি দিল্ নিমেষ মাঝে এক ইশারায়।
ভ'রে দিলে প্রেমের হিয়া তুমি শত অগ্নি-শিখায়,
করলে জলসা উদ্দীপিত তোমার মুখের রূপের ছটায়।
আজি কেন হৃদে মোদের নাই আর সে শিখার লেশ ?
মোরা তো সেই সর্বহারা ; তোমার কি হায় ! স্মরণ শেষ ?

ফারান পর্ব্বতের চূড়া হইতে হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহার বাণী প্রচার করেন।

॥ ২৪ ॥

ওআদীএ নজ্‌দ মেঁ ওহ্‌ শোরে সলাসিল না রহা,
কয়স্‌ দীওআনাএ নয্যারাএ মহ্‌মিল না রহা,
হওসলে ওহ্‌ না রহে, হম না রহে, দিল না রহা,
ঘর য়িহ উজ্‌ড়া হায়্‌ কে তূ রওনকে মহ্‌ফিল না রহা।
আয়্‌ খুশ আঁা রোয কে আঈ ও ব-সদ নায আঈ,
বে-হিজাবানাহ্‌ সূএ মহ্‌ফিলে মা বায আঈ।

নজ্‌দ-মাঠে শৃঙ্খল-ধ্বনি আর তো এবে শোনা না যায়।
মজনুঁ আর তো পাগল পারা উটের হাওদা পানে না চায়।
নাই সে আশা, নাই সে মোরা, সে হৃদয়ও আজি কোথায়?
শূন্য কাঁদে গৃহখানি, জল্‌সার বাতি যে গো বিদায়।
খুশীর সে দিন! আসবে যে দিন,আসবে তুমি বিলাস ভরে;
বোর্কা ছেড়ে হাস্য মুখে আবার মোদের জলসা ঘরে।

বোর্কা—মুসলমান সম্ভ্রান্ত নারীর বহিরাবরণ বস্ত্র।

॥ ২৫ ॥

বাদাহ্ কশ্ গয়র হাঁয়্ গুল্‌শন মেঁ লবে জু বয়ঠে,
সুনতে হাঁয়্ জাম ব-কফ নগ্‌মাএ কূকূ বয়ঠে।
দূর হঙ্গামাএ গুল্‌যার সে য়েক সূ বয়ঠে,
তেরে দীওআনে ভী হাঁয় মন্‌তযিরে হূ বয়ঠে।
আপ্‌নে পর্‌ওআনোঁ কো ফির যওকে খোদ-আফ্‌রোযী দে,
বর্কে দীরীনাহ্ কো ফর্‌মানে জিগর-সোযী দে।

কুঞ্জ মাঝে ঝর্‌না-তীরে করছে পরে মদিরা পান,
পাত্র হাতে অলস কানে শুনছে পাখীর কাকলী তান।
ফুল বাগিচার গোলমাল হ'তে দূরে ব'সে মুদে নয়ান
আছে নাকি পাগল পারা তোমার ডাকের প্রতীক্ষমাণ ?
দাও তোমারি পতঙ্গেরে লিপ্‌সা আত্ম-দাহনের।
দাও পুরাতন বিদ্যুতেরে আজ্ঞা হৃদি-জ্বালনের।

॥ ২৬ ॥

কওমে আওআরাহ্ 'ইনা'-তাব ফির সূএ হিজায,
লে উড়া বুল্‌বুলে বে-পর কো• মযাকে পর্‌ওআয।
মুয্‌তর্ব বাগ কে হর গুন্‌চে মেঁ হায়্ বূএ নিয়ায,
তূ যরা ছেড় তো দে, তশ্‌নাএ মিয্‌রাব হায়্ সায।
  নগ্‌মে বে-তাব হায়্ তারোঁ সে নিকলনে কে লিএ,
  তূর মুয্‌তর হায়্ ইসী আগ মেঁ জল্‌নে কে লিএ।

হিজায পানে যাচ্ছে ধেয়ে দিশাহারা ফের যাত্রিগণ।
পক্ষবিহীন বুলবুলিরে উড়্‌বার মজায় নিচ্ছে গগন।
চঞ্চল আজি মালঞ্চটির প্রতি মুকুল দেয় আবেদন।
দাও ছুঁয়ে ঐ বীণার তারে, মিজ্‌রাব তৃষায় করছে রোদন।
  তন্ত্রী থেকে বাহির হ'তে মাথা কুটে মরে সুর,
  জ্বলতে সেই অগ্নি-তেজে ব্যাকুল আজি কোহে তূর।

মিজরাব—বীণার তারে আঘাত করিবার আংটি।
কোহে তূর—তূর পর্বত (Mount Sinai)। এ স্থানে হযরত মূসা (Moses) আল্লাহের জ্যোতি দর্শন করেন।

॥ ২৭ ॥

মুশ্‌কিলেঁ উম্মতে মর্হূম কী আসাঁ কর্‌ দে,
মোরে বে-মায়াহ্‌ কো হম-দোশে সুলয়মাঁ করদে,
জিন্‌সে নায়াবে মুহব্বত কো ফির আর্যাঁ কর্‌ দে,
হিন্দকে দয়র নশীনোঁ কো মুসল্‌মাঁ কর্‌ দে।
জুএ খূঁ মী চকদ আয হস্‌রতে দীরীনাএ মা,
মী তপদ নালাহ্‌ ব-নশ্‌তর কদাএ সীনাএ মা।

দয়ার পাত্র এ "উম্মতে"র মুশকিল তুমি আসান কর।
বেচারা এই পিপীলিকায় সুলায়মানের সমান কর।
দুর্লভ প্রেমটী আবার মোদের সুলভ ক'রে প্রদান কর।
হিন্দের এ মঠবাসীদের ফের তুমি মুসলমান কর।
জমাট দুখে রক্তধারা নয়ন হ'তে পড়ছে ঝ'রে।
অস্ত্রক্ষত বক্ষে মোদের উঠছে ব্যথা চীৎকার ক'রে।

সুলায়মান—সম্রাট্ নবী হযরত সুলায়মান (Solomon)।
হিন্দ—ভারতবর্ষ।

বূএ গুল লে গঈ বেরূনে চমন রাযে চমন,
কিয়া কিয়ামত হায়্, খোদ ফুল হায়্ গম্মাযে চমন,
'আহ্দে গুল্ খতম হুওআ, টূট গয়া সাযে চমন,
উড় গএ ডালীওঁ সে যম্যমাহ্ পর্দাযে চমন।
এক বুল্বুল হায়্ কে হায়্ মহ্ওএ তরন্নুম আব তক,
উস কে সীনে মেঁ হায়্ নগ্মোঁ কা তলাতুম আব তক।

ফুলের সুবাস করছে প্রকাশ গুপ্ত কথা ফুলবাগিচার।
কি সর্বনাশ! জ'ন্মে বুকে ফুল হ'ল খোদ নিন্দুক তাহার।
ফুলের মৌসুম খতম হ'ল, ফুলবাগিচার ঘুচল বাহার,
নিঝুম হ'ল কুঞ্জ কানন [redacted], গায় না কো গান বুলবুলি আর।
তখন শুধু আপন গানে মশগুল ছিল এক বুলবুলি,
তখনও তো বুকের মাঝে বাজতেছিল তার সুরগুলি।

॥ ২৯ ॥

কুম্‌রিয়াঁ শাখে সনুবর সে গুরেযাঁ ভী হুঈঁ,
পত্তিয়াঁ ফুল কী ঝড়্ ঝড়্‌কে পরেশাঁ ভী হুঈঁ,।
ওহ পুরানী রওইশেঁ বাগ কী ওয়রাঁ ভী হুঈঁ,
ডালীয়াঁ পীরহনে বুর্গ সে 'উরিয়াঁ ভী হুঈঁ।
কয়দ মওস্‌ম সে তবী'অত রহী আযাদ উস্‌কী।
কাশ গুল্‌শন মেঁ সমঝ্‌তা কোঈ ফর্‌ইয়াদ উস্‌কী।

সনুবরের শাখা হ'তে ঘুঘুগুলি নিল বিদায়।
ফুলের পাপড়ী ঝ'রে ঝরে বিছিয়ে গেল তরু-তলায়।
ফুল বাগিচার সাবেক রীতি ধ্বংস হ'ল সবই যে হায়।
পত্র ছেড়ে নগ্নদেহে লজ্জায় শাখা মরিতে চায়।
গ্রাহ্য নাই তার কোনও ঋতু, বুলবুলি গায় একমনে ;
হায় ! যদি তার নালিশগুলি বুঝতে কেউ সে ফুলবনে।

সনুবর—উচ্চ বৃক্ষ বিশেষ (Pine tree)।

॥ ৩০ ॥

লুত্ফ মর্নে মেঁ হায়্ বাকী, না মযা জীনে মেঁ,
কুছ মযা হায় তো য়িহী খূনে জিগর পীনে মেঁ,
কিত্নে বে-তাব হাঁয় জওহর্ মেরে আঈনে মেঁ,
কিস্ কদর জল্ওএ তড়প্তে হাঁয় মেরে সীনে মেঁ।
ইস্ গুল্শন মেঁ মগর দেখ্নেওআলে হী নহীঁ,
দাগ জো সীনে মেঁ রখ্তে হোঁ, ওহ্ লালে হী নহীঁ।

আরাম শুধুই মরণেতে, নাই কো মজা আর তো প্রাণে,
একটু মজা থাকতে পারে হৃদয়ের এই রক্ত পানে।
উজ্জ্বলতা ব্যগ্র আছে, চায় যদি কেউ আয়না পানে।
কত জ্যোতি বিস্ফুরিত হচ্ছে আমার মর্ম স্থানে।
কিন্তু হায়! এ গুলিস্তানে নাই কো কেহ দেখ্নেওয়ালা।
দাগ ধরে যে বুকের মাঝে, নাই হেথা সে পুষ্প লালা।

গুলিস্তান—ফুলবাগান।
লালা—এক প্রকার লাল ফুল, তাহার মধ্যস্থলে কাল দাগ থাকে।

চাক ইস্ বুল্‌বুলে তন্‌হা কী নওআ সে দিল হোঁ,
জাগ্‌নেওয়ালে ইসী বাঙ্গে দরা সে দিল হোঁ,
য়া'নী ফির্ যিন্দাহ্ নএ 'আহ্‌দে ওফা সে দিল্ হোঁ,
ফির ইসী বাদাএ দীরীনাহ্‌সে পিয়াসে দিল্ হোঁ।
'আজমী খুম হায় তো কিয়া, ময় তো হিজাযী হায় মেরী,
নগ্‌মাহ্ হিন্দী হায় তো কিয়া, লয় তো হিজাযী হায় মেরী।

ফাটুক দুখে এই একাকী বুলবুল-গানে সবার হিয়া।
উঠুক জেগে ঘণ্টা রবের এ আহ্বানে সবার হিয়া।
বাঁচুক আবার নব-বিশ্বাস বাক্য দানে সবার হিয়া।
হোক পিয়াসী এই পুরানো শরাব পানে সবার হিয়া।
পাত্র যদি 'আযম দেশী, সুরা আমার হিজাযী,
গান যদিও হিন্দুস্তানী, সুর যে আমার হিজাযী।

'আজম—আরব ভিন্ন অন্য দেশে।
হিজাযী—'আরবের হিজায প্রদেশে উৎপন্ন।

॥ বালিশের জবাব ॥

॥ ১ ॥

দিল সে জো বাত নিকল্‌তী হায়্‌, আসর রখ্‌তী হায়্‌।
পর নহীঁ, তাকতে পর্‌ওআয মগর রখ্‌তী হায়্‌।
কুদ্‌সিয়ুল্‌ আস্‌ল হায়্‌, রফ্‌‘অত পর নযর রখ্‌তী হায়্‌।
খাক সে উঠ্‌তী হায়্‌, গর্দূঁ পর গুযর রখ্‌তী হায়্‌।
‘ইশ্‌ক্‌ থা ফিৎনহ্‌গর্‌ ও সর্‌কশ্‌ ও চালাক মেরা,
আসমাঁ চীর গয়া নালাএ বে-বাক মেরা।

দিল্‌ থেকে যে বেরোয় কথা, প্রভাব সে তার রাখেই রাখে।
নাই বা হ'ল ডানা জোড়া, শক্তি ওড়ার রাখেই রাখে।
পবিত্র যার জনম, লক্ষ্য উর্দ্ধে ওঠার রাখেই রাখে।
ধূলি হ'তে আকাশ পরে শক্তি চলার রাখেই রাখে।
প্রেম ছিল মোর একরোখা আর বিপদজ্জনক বেগবান্‌;
নিডর ভাবে বিলাপ হ'ল আকাশ চিরে ধাবমান।

॥ ২ ॥

পীর গর্দুঁ নে কহা সুন কে, কহীঁ হায়্ কোঈ ?
বোলে সয়্যারে, সরে 'আর্শে বরীঁ হায়্ কোঈ ?
চাঁদ কহ্তা থা নহীঁ, আহ্লে যমীঁ হায়্ কোঈ,
কহ্কশাঁ কহ্তী থা, পূশীদাহ্ য়িহীঁ হায়্ কোঈ।
কুছ জো সম্ঝা মেরে শিকওএ কো তো রিয্ওআঁ সম্ঝা,
মুঝে জন্নত সে নিকালা হুআ ইন্সাঁ সম্ঝা।

বল্লে শুনে আসমান বুড়ো, কেউ কোথা কি আছে ওরে ?
গ্রহেরা কয়, আছে বুঝি কেউ বা খোদার আর্‌শ 'পরে।
বল্লে শশী, না না তা নয়, মর্ত্ত্য হ'তে আস্‌ল নরে।
ছায়াপথটী কয়, হেথা কেউ আছে আত্ম-গোপন ক'রে।
কেউ যদি বা বুঝল কিছু মোর নালিশের সে যে রিযওআন,
বুঝল সে এ স্বর্গ হ'তে বিচ্যুত এক আদম-সন্তান।

'আর্‌শ — খোদার সিংহাসন (রূপক অর্থে)।
রিযওআন — স্বর্গের দ্বাররক্ষক স্বর্গীয় দূত।

॥ ৩ ॥

থী ফির্‌শ্‌তোঁ কো ভী হয়্‌রত কে য়িহ আওআয হায়্‌ কিয়া ?
'আর্শওআলোঁ পে ভী খুল্‌তা নহীঁ য়িহ রায হায়্‌ কিয়া ?
তা সরে 'আর্শ ভী ইন্‌সাঁ কী তগ্‌ও তায্‌ হায়্‌ কিয়া ?
আ গঈ খাক কী চুট্‌কী কো ভী পরওআয হায়্‌ কিয়া ?
গাফিল আদাব সে স্থকানে যমীঁ কয়সে হাঁয়্‌ ?
শোখ ও গুস্তাখ য়িহ্‌ পস্‌তী কে কমীঁ কয়সে হাঁয়্‌ ?

কি এই আওয়াজ ! ভেবে চিন্তে হয়রান হ'ল ফিরিশ্‌তারা।
তত্ত্ব খুঁজে 'আর্‌শবাসী একেবারে হ'ল সারা।
'আর্‌শ পরে চলা ফেরা করে ধরার নিবাসীরা !
সম্ভব হ'ল ধূলির মুঠোর আকাশ 'পরে উড়তে পারা !
মাটির মানুষ হয় বেয়াদব কেমন ক'রে তা জানি নে !
নীচ হ'য়ে তার এ ধাষ্টামি সম্ভব হ'ল বা কেমনে !

ফিরিশ্‌তা — স্বর্গীয় দূত। তাঁহারা জ্যোতির্ময়।

॥ ৪ ॥

কিস্ কদর শোখ কে আল্লাহ সে ভী বর্‌হম হায়্‌,
থা জো মস্‌জ্‌দে মলাইক য়িহ ওহী আদম হায়্‌ ?
আ'লিমে কয়ফ হায়্‌, দানাএ রমূযে কম হায়্‌,
হাঁ মগর 'আজ্‌য কে ইস্‌রার সে না-মুহ্‌রম হায়্‌।
নায হায়্‌ তাকতে গুফ্‌তার পে ইন্‌সাঁ কো,
বাত করনে কা সলীকাহ্‌ নহীঁ নাদাঁ কো।

ধৃষ্ট এমন ছাড়ে না কো করতে খোদায় আক্রমণ !
করল সিজ্‌দা ফিরিশ্‌তা যায়, এই কি না সেই আদম জন !
বিশ্বের যত "কি" "কত" সব তত্ত্বজ্ঞানী মানবগণ ;
কিন্তু বিনয়-তত্ত্ব হ'তে অজ্ঞ সদা তাহার মন।
আহা মরি কি চমৎকার ! মানব জাতির বাক্‌চাতুরী।
আনাড়ীরা পাবে কোথায় এমন কথার কারিগুরি।

আদি মানব আদমকে খোদার আদেশে স্বর্গীয় দূতগণ (ফিরিশতা) প্রণিপাত (সিজদা) করিয়াছিল। কুরআনে এইরূপ কথিত হইয়াছে।

॥ ৫ ॥

আঙ্গ আওআয গম আন্‌গেয হায়্‌ আফ্‌সানাহ্‌ তেরা,
আশ্‌কে বে-তাব সে লব-রেয হায়্‌ পয়্‌মানাহ্‌ তেরা,
আসমাঁগীর হুআ না'রাএ মস্তানাহ তেরা,
কিস্‌ কদর শোখ যবাঁ হায়্‌ দিলে দীওআনাহ্‌ তেরা।
শুক্‌র শিক্‌ওএ কো কিয়া হুস্‌নে আদা সে তূনে,
হম্‌-স্থখন কর দিয়া বন্দোঁ কো খুদা সে তূনে।

আচম্বিত হ'ল ধ্বনি,—বিষাদ-মাখা তোমার বাণী ;
পাত্র তোমার ছাপিয়ে দেছে অশ্রুর ধারে চোখের পানি।
আকাশ 'পরে পেরিয়ে গেছে তোমার বিলাপ ও মস্তানি।
পাগল হিয়া খুলে দেছে জিভের লজ্জা বাঁধনখানি।
কিবা স্থন্দর কথার রীতি ! ধন্য তব নালিশেরে !
খোদার সাথে করতে আলাপ শক্তি দিল মানুষেরে !

মস্তানি — উন্মত্ততা।

॥ ৬ ॥

হম্ তো মাইল্ ব-করম হাঁয়, কোঈ সাইল হী নহী,
রাহ্ দেখ্লাএঁ কিসে ? রহ্-রওএ মন্যিল হী নহীঁ।
তর্বীয়তে 'আম তো হায়, জওহরে কাবিল হী নহী,
জিস্ সে তা'মীর হো আদম্ কী য়িহ্ ওহ্ গিল হী নহীঁ।
কোঈ কাবিল হো তো হম্ শানে কঈ দেতে হাঁয়।
ঢুণ্ড্নেওআলোঁ কো দুন্ইয়া ভী নঈ দিতে হাঁয়।

দয়া-উন্মুখ আমি সদাই ; কিন্তু কোথায় যাচ্ঞাকারী ?
পথ দেখাব কাহার তরে ? নাই যে পথে যাত্রাকারী।
সর্ব্বজনীন শিক্ষা আমার ! নাই কো কেহ শিক্ষাকারী !
আদম যাতে গড়তে পারি এমন মাটী নাই তৈয়ারী।
দান করি যোগ্য হ'লে কারো আমি রাজ্য-ধন,
দেই আমি সন্ধানীরে দেখিয়ে কভু দেশ নূতন।

॥ ৭ ॥

হাথ যে-যোর্ হাঁয়, ইল্‌হাদ সে দিল খূগর্ হাঁয়,
উম্মতী বা'অসে রুস্‌য়াইএ পয়গম্বর হাঁয়।
বুত্‌-শিকন্ উঠ গয়ে বাকী যো রহে বুত্‌গর্ হাঁয়,
থা বিরাহীম পিদর্ আওর পিসর্ আযর হাঁয়।
বাদাহ্-আশাম্ নএ বাদাহ্ নয়া খুম ভী নয়ে,
হির্‌মে কা'বা নয়া, বুত ভী নয়ে, তুম ভী নয়ে।

শক্তিশূন্য হস্ত তোমার ; নাইক হৃদে সে ঈমান জোর,
"উম্মত" হ'য়ে "পয়গম্বরের" নিন্দাকারী, ধিক্ প্রাণে তোর।
বিদায় সব বুতভঙ্গকারী, বুতপূজারী আজ করে শোর,
ইব্রাহীমের বংশে আখের পুত্র হ'ল কি না আযর !
পানকারী সব নূতন নূতন, পাত্র নূতন, মদ্য নূতন,
কা'বা নূতন, বুতও নূতন, তোমরা বেবাক অদ্য নূতন।

একেশ্বরবাদী হয্‌রত ইব্রাহীমের (Abraham) পিতা পৌত্তলিক আযর (Terah) ছিলেন। এ যুগে সব বিপরীত হইয়াছে।

॥ ৮ ॥

ওহ্ ভী দিন থে য়িহী মায়াএ রা'নাঈ থা,
নাযিশে মওস্মে গুল্ লালাএ সহ্রাঈ থা।
জো মুসল্মান থা আল্লাহ্কা সওদাঈ থা,
কভী মহ্বুব তুম্হারা য়িহী হর্জাঈ থা?
কিসী য়েক-জাঈ সে আব 'আহ্দে গুলামী কর্ লো,
মিল্লতে আহ্মদে মুর্সল কো মুকামী কর লো।

ছিল সে দিন, যখন ছিল এই জনই তো আকর রূপের,
ফুল-মৌসুমে মরুর লালাই গরব পাত্র ছিল ফুলের।
মুসলমান যে খোদার তরে দশা ছিল তার পাগলের।
এই প্রতি-জন-প্রিয় ছিল প্রেমের পাত্র যে তোমাদের।
একক প্রভুর দাস-খতেতে যাও বিকিয়ে তোমরা এখন,
বিশ্বজনীন ইস্লামেরে স্থানগণ্ডিতে বাঁধবে কেমন!

॥ ৭ ॥

কিস্ কদর্ তুম্ পে গিরাঁ স্থবহ্ কী বেদারী হায়,
হম্ সে কব পিয়ার হায়? হাঁ নীঁদ তুম্হেঁ পিয়ারী হায়।
তবএ' আযাদ্ পে কয়দে রমযাঁ ভারী হায়,
তুম্হী কহ্ দো য়িহী আঈনে ওফাদারী হায়।
কওম ময্হব সে হায়, ময্হব যো নহীঁ তুম্ভী নহীঁ।
জয্বে বা-হম জো নহীঁ মহ্‌ফিলে আঞ্জুম ভী নহীঁ।"

তোমার তরে ভোরে জাগার এমন লেঠা কভু ঘটে?
আমি তোমার প্রিয়পাত্র? না, ঘুম তোমার প্রিয় বটে।
স্বাধীন তুমি, রমযানে তাই প্রাণটা আই ঢাই ক'রে ওঠে,
বল দিকিন এমন করে বন্ধুজনে কিংবা শঠে?
ধর্ম্মেতে হয় জাতির গঠন, ধর্ম্ম নাই ত তুমিও নাই,
নাইক যদি মাধ্যাকর্ষণ, গ্রহ সূর্য্য ভূমিও নাই,

॥ ১০ ॥

জিন্‌কো আতা নহীঁ দুন্‌ইয়া মেঁ কোই ফন্ তুম্ হো,
নহীঁ জিস্ কওম কো পরওআএ নশীমন তুম্ হো।
বিজ্‌লিয়াঁ জিস্ মেঁ হোঁ আসূদাহ্, ওহ খিরমন্ তুম্ হো।
বেচ্ খাতে হাঁয় জো আস্‌লাফ কে মদ্‌ফন্, তুম্ হো।
হো নিকো-নাম জো কবরোঁ কী তিজারত কর্ কে,
কেয়া না বেচোগে জো মিল জাএঁ সনম্ পত্থর কে।

সংসার মাঝে অকর্ম্মণ্য যার কুখ্যাতি সে যে তুমি;
উদাসীন তার বাস্তু হ'তে হায়! যে জাতি, সে যে তুমি।
বজ্র ঘন পোড়ায় যাহার ফসল ক্ষেতি, সে যে তুমি,
বাপ-দাদাদের গোরগুলি যার হয় বেসাতি, সে যে তুমি।
পায় কি কভু সুনাম ভবে কবর নিয়ে যার ব্যাপার?
পাও যদি হায়! মাটীর পুতুল বেচ্‌তে রাজি সব তোমার!

॥ ১১ ॥

সফ্-হাএ দহর সে বাতিল কো মিটায়া কিস্ নে ?
নও'এ ইন্সাঁ কো গুলামী সে ছোড়ায়া কিস্ নে ?
মেরে কা'বে কো জবীনোঁ সে বসায়া কিস্ নে ?
মেরে কুর্আান কো সীনোঁ সে লগায়া কিস্ নে ?
থে তো আাবা ওহ্ তুম্হারে হী, মগর তুম্ কিয়া হো ?
হাথ পর হাথ ধরে মুন্তযরে ফর্দা হো ।

কালের খাতার মিথ্যা বাতিল সাফ মুছায়ে দিল কারা ?
মানব জাতির দাসত্বেরি দাগ ঘুচায়ে দিল কারা ?
আমার কাবায় কপাল রেখে লোক বসায়ে দিল কারা ?
আমার কুরআন কণ্ঠে ধ'রে বুক লাগায়ে নিল কারা ?
তোরা কি সে ? না, সে ছিল তোদের যে রে বাপ দাদারা ।
তোরা তাকা'স ভবিষ্যতে দু'হাত জুড়ে হায় ! বেচারা ।

॥ ১২ ॥

কেয়া কহা ? বহ্‌রে মুসলমাঁ হায় ফকত ওয়া'দাএ হূর,
শিক্‌ওআহ্‌ বেজা ভী করে কোঈ তো লাযিম হায় শ'উর।
'আদল হায়্‌ ফাতিরে হস্তী কা আযল সে দস্তূর,
মুস্‌লিম আঈঁ হুআ কাফির্‌ তো মিলে হূর ও কসূর।
তুম্‌ মেঁ হূরোঁ কা কোঈ চাহনেওআলা হী নহীঁ,
জল্‌ওআএ তুর্‌ তো মৌজূদ হায়্‌ মূসা হী নহীঁ।"

বল্লে ভাল—মুসলিম তরে শুধুই হূরের ওয়াদাখানি।
নিন্দা মিছে করলে নাকি বলবে লোকে গুণী জ্ঞানী ?
স্থষ্টিকর্তা ন্যায়-বিচারী ; এই চিরকাল দস্তুর জানি,—
বিধর্মী পায় হূর ও দৌলত নিলে আইন মুসলমানি।
কি কব হায় ! দুখের কথা, কেউ তোমাদের চায় না কো হূর ;
কৈ সে মূসা ? নয় ত আজো তুর পাহাড়ে ঐ দেখ নূর।

নূর—জ্যোতি।

॥ ১৩ ॥

মুন্‌ফ'অত এক হায়্ ইস্ কওম কী, নুক্‌সান ভী এক,
এক হী সব কা নবী, দীন ভী, ঈমান ভী এক,
হির্মে পাক ভী, কুর্‌আান ভী এক,
কুছ বড়ী বাত থী হোতে জো মুসল্‌মান এক ?
ফির্কাহ্-বন্দী হায়্ কহীঁ, আওর কহীঁ যাতেঁ হাঁয়্,
কিয়া যমানে মেঁ পনপ্‌নে কী য়িহী বাতেঁ হাঁয়্ ?

এই সে জাতি লভ্য যাদের জানি একই, লোক্‌সানও এক।
তাদের যে গো নবী একই, ধর্ম একই, ঈমানও এক।
তাদের সবার কাবা একই, খোদা একই, কুরআনও এক।
ছিল এ কি বড় কথা, হ'ত যে মুসলমানও এক ?
ফেরকা বিভেদ দেখি কোথায়, জাতের গুমর কোথা হায় !
সংসারেতে বাড় বাড়ন্ত হবার না কি এ উপায় ?

ফের্‌কা— ক্ষুদ্র ধর্ম সম্প্রদায় (sect)।

॥ ১৪ ॥

কওন্ হায় তারিকে আঙ্গীনে রসূলে মুখ্‌তার?
মস্‌লিহৎ ওয়াকৃত কী হায় কিস্‌কে 'আলম কা মি'য়ার?
কিস্‌কী আঁাখোঁ মেঁ সমায়া হায় শি'আরে আগ্‌ইয়ার,
হো গয়ী কিস কী নিগাহ্‌ তর্‌যে সলফ সে বেযার?
কল্‌ব মেঁ সোয নহীঁ, রূহ মেঁ ইহ্‌সাস নহীঁ
কুছ্‌ ভী পয়গামে মুহম্মদ কা তুম্‌হেঁ পাস নহীঁ।'

কে ছেড়েছে আইন কানুন বল দেখি রসূলুল্লাহ্‌র?
কে করেছে সুবিধাবাদ মাত্র আপন কার্য্য বিচার?
কার চোখেতে জন্মায় নেশা অন্য জাতির আচার ব্যভার?
বাপদাদাদের পদ্ধতিতে বল দিকিন কে যে বেজার।
আত্মাতে নাই অনুভূতি, দিলের মাঝে নাই জ্বলন,
মুহম্মদের বার্ত্তা সবই করেছে হায়! বিস্মরণ।

॥ ১৫ ॥

জা কে হোতে হায়্ মসাজিদ মেঁ সফ-আরা, তো গরীব,
যহ্মতে রোযাহ্, জো কর্তে হাঁয়্ গওআরা, তো গরীব,
নাম লেতা হায়্ আগর কোঈ হমারা, তো গরীব,
পর্দাহ্ রখ্তা হায়্ আগর কোঈ তুম্হারা, তো গরীব।
উমরা নশাএ দওলত মেঁ হাঁয়্ গাফিল হম্ সে।
যিন্দাহ্ হায়্ মিল্লতে বয়যা গুরবা কে দম্ সে।

মসজিদেতে কাতার বেঁধে খাড়া রয় কে? সে যে গরীব।
রমযান মাসে রোযা রাখার কষ্ট সয় কে? সে যে গরীব।
রাত্রে দিনে নিত্য আমার নামটী লয় কে? সে যে গরীব।
আবরু ইজ্জত রাখতে তোমার দুঃখ বয় কে? সে যে গরীব।
ভুলে গেছে ধনের নেশায় আমীর মোরে সারা দেশটায়।
বেঁচে আছে ইসলাম আজি গরীব লোকের শুধু চেষ্টায়।

॥ ১৬ ॥

ওঅ৷ হ্যে কওম কী ওহ্‌ পুখ্‌তাহ্‌ খিয়ালী না রহী,
বর্কে তব'ঈ না রহী, শু'লাএ মকালী না রহী,
রহ্‌ গঈ রস্‌মে আযাঁ, রূহে বিলালী না রহী,
ফল্‌সফাহ্‌ রহ গয়া, তল্‌কীনে গয্যালী না রহী।
মস্‌জিদেঁ মর্সিয়াহ্‌-খাঁ হাঁয়্‌ কে নমাযী না রহে।
য়া'নী ওহ্‌ সাহিবে আওসাফে হিজাযী না রহে।

নাই কো জাতির উপদেষ্টার গভীর চিন্তা আজি কালি,
নাই স্বভাবে তেজ তড়িতের, দেয় না বাণী আগুন জ্বালি।
আছে বাকি "আযান"-রীতি, গেছে চ'লে সে বিলালই।
আছে প'ড়ে দর্শন শাস্ত্র, কিন্তু নাই আর সে গাযালী।
মসজিদ আজি করে বিলাপ নমাযী কেউ আর নাই রে,
পরিপূর্ণ গুণে যথা হিজাযী কেউ আর নাই রে।

বিলাল—হযরত মুহম্মদের (দঃ) হাবশী শিষ্য। ইস্‌লামের প্রথম আযানদাতা।

গায্যালী—প্রসিদ্ধ মুসলিম দার্শনিক।

হিজাযী—আরবের হিজায প্রদেশবাসী। মক্কা ও মদীনা হিজায প্রদেশে।

॥ ১৭ ॥

শোর হায়, হো গয়ে দুন্ইয়া সে মুসল্মাঁ নাবূদ,
হম য়িহ কহতে হাঁয় কে থে ভী কহীঁ মুসলিম মৌজূদ ?
ওআযা' মেঁ তুম্ হো নসারা তো তমদ্দুন মেঁ হনূদ,
য়িহ মুসল্মাঁ হায়, জিন্হেঁ দেখ্কে শর্মাএ ইয়াহূদ।
য়িঁউ তো সয়্যদ ভী হো মির্যা ভী হো আফগান ভী হো,
তুম সভী কুছ হো বাতাও তো মুসল্মান ভী হো।

উঠ্ছে আওয়াজ ধরার মাঝে ধ্বংস হ'ল মুসলমান ;
বল্ব আমি, সত্যি কোথা মুসলিম ছিল বিদ্যমান !
হিন্দু তুমি চাল চলনে. বেশ ভূষাতে খ্রীষ্টিয়ান।
মুসলমান এই যারে দেখে ইহুদ করে লজ্জা জ্ঞান।
সৈয়িদ কিংবা মির্যা কিংবা হ'তে পার আফগানও ;
সবই তুমি হ'তে পার ; বল তুমি মুসলমানও ?

দমে তক্‌দীর থা মুস্‌লিম কী সদাকত বে-বাক,
'আদল থা উস্‌কা কওঈ, লওসে মরা'আত সে পাক,
সাজ্‌রে ফিৎরতে মুস্‌লিম থা হয়া সে নম্‌-নাক,
থা শুজা'অত মেঁ ওহ্‌ এক্‌ হস্তীএ ফওকুল্‌ ইদ্‌রাক।
খোদ-গুদাযী নমে কয়ফিয়তে সহ্‌বায়শ বুদ,
খালী আয্‌ খেশ শুদন্‌ সূরতে মীনায়শ বুদ।

নির্ভীক সত্য মুসলমানের ছিল কথার প্রাণ-সঞ্চারী।
ন্যায় বিচারে প্রবল ছিল, জানত না সে খাতিরদারি।
মুসলমানের স্বভাব-বৃক্ষ লজ্জা-জলে ভিজ্‌ত ভারি।
শৌর্য বীর্য মুসলমানের ছিল এতই বলতে নারি।
ঢলঢলে লাল শরাব ছিল তাদের আত্ম-বিগলন;
মিনা করা সুরাপাত্র তাদের আত্ম-বিসর্জন।

LIBRARY IQBAL ACADEMY, KARACHI. Book No.

হর্ মুসল্মাঁ রগে বাত্তিল কে লিএ নশ্‌তর থা,
উস্‌কে আঈনাএ হস্তী মেঁ 'আমল জওহর থা
জো ভরোসা থা উসে কুওতে বাযূ পর থা,
হায়্ তুম্‌হেঁ মওত কা ডর, উস্‌কো খুদা কা ডর থা।
বাপ কা 'ইলম না বেটে কো আগর আয্‌বর হো,
ফির পিসর কাবিলে মীরাসে পিদ্‌র কীঁউ কর হো।

করতে মিথ্যা খণ্ড খণ্ড মুসলিম ছিল যেন অস্তর;
তার জীবনের আয়নায় ছিল কর্ম্মগুলি যেন জওহর।
ভরসা তার শুধুই ছিল নিজের হু'টি বাহুর উপর,
মরণ ভয়ে তুমি ভীরু, খোদা বৈ তার ছিল না ডর।
পিতার বিদ্যা পুত্রে নাইকো, নামটা মাত্র হ'ল সার,
কেমন ক'রে পিতৃধনে হ'বে পুত্রের অধিকার?

অস্তর—অস্ত্র।
জওহর—আয়নার উজ্জ্বলতা।

॥ ২০ ॥

হর্ কোঈ মস্তে ময়ে যওকে তন্ আসানী হায়,
তুম মুসল্মা` হো ? য়িহ্ আন্দাযে মুসল্মানী হায় ?
হয়দরী ফক্র হায়, নয় দওলতে 'উস্মানী হায়,
তুম্ কো আস্লাফ সে কেয়া নিস্বতে রূহানী হায় ?
ওহ যমানে মে` মু'আযি্যয থে মুসল্মা` হো কর্,
আওর তুম্ খার হূএ তারিকে কুর্আঁ হো কর ।

দেহের আয়েশ নেশার মত চাচ্ছে আজি প্রতি জন,
সত্যিই তুমি মুসলমান কি ? মুসলমানির এই ধরণ ?
'আলির মত নাই দারিদ্র্য, 'উসমানের ন্যায় নাই কো ধন,
পূর্বপুরুষ সঙ্গে তোমার নাই সম্পর্ক, নাই মিলন ।
মুসলিম হ'য়ে পেলেন তাঁরা বিশ্বব্যাপী কি সম্মান !
কোরান ছেড়ে পেলি রে তুই সবার কাছে অসম্মান ।

'আলী—হয্রত মুহম্মদের (দঃ) জামাতা। চতুর্থ খলীফা।
'উস্মান—হয্রত মুহম্মদের (দঃ) অন্যতম জামাতা। তৃতীয় খলীফা।

॥ ২১ ॥

তুম্ হো আপস মেঁ গযব-নাক, ওহ আপস মেঁ রহীম,
তুম্ খতা-কার্ ও খতা-বীঁ, ওহ খতা-পোশ ও করীম।
চাহ্‌তে সব হাঁয়্ কে হো অওজে সুরইয়া পে মকীম,
পহ্‌লে ওয়সা কোঈ পয়দা তো করে কল্‌বে সলীম।
তখ্‌তে ফগ্‌ফূর ভী উন্‌কা থা সরীরে কয়্ ভী,
য়ূঁ হী বাতেঁ হাঁয়্, কে তুম্‌মেঁ ওহ্ হমীয়ত হায় ভী।

তোরা মরিস হিংসা ক'রে, ছিলেন তাঁরা মেহেরবান;
তোরা দোষী, দোষ-অন্বেষী, ছিলেন তাঁরা উদার-প্রাণ।
করিস মনে সবার পরে ঊর্ধ্বে হবে তোদের স্থান,
চাই প্রথমে দিলটি তোদের করতে নীরোগ স্বাস্থ্যবান্।
ছিল তাঁদের শাহী তখ্‌ত, ছিল চীনের সিংহাসন,
বাক্য মাত্র সার তোদেরি উৎসাহ কি হয় তেমন?

॥ ২২ ॥

খুদ্‌কশী শেওয়া তুম্‌হারা, ওহ গয়ুর খোদ্‌দার,
তুম উখ্‌ওত সে গুরেযাঁ, ওহ্‌ উখ্‌ওত পে নিসার।
তুম হো গুফ্‌তার সরা-পা, ওহ সরা-পা কির্‌দার,
তুম তরস্তে হো কলী কো, ওহ গুলিস্তাঁ ব-কিনার।
আব তলক য়াদ হায় কওমোঁ কো হিকায়ত উন্‌কী,
নক্‌শ হায় সুফ্‌হাএ হস্তী পে সদাকত উন্‌কী।

আত্মহত্যা স্বভাব তোদের, তাঁরা মানী আত্মাদর,
ভ্রাতৃদ্রোহী তোরা, তাঁরা ভ্রাতৃহিতে অকাতর।
আগাগোড়া বাক্য তোদের, কর্ম্মে তাঁরা যত্নপর,
কুঁড়িতে খোশ তোরা, তাঁরা চেতেন ফুলবাগ একেশ্বর।
বিশ্ববাসী ক'রে আজও স্মরণ তাঁদের উপাখ্যান,
ভবের পৃষ্ঠে দেখ তাঁহাদের সভ্যতার চিন হয়নি ম্লান।

আত্মাদর—নিজের সম্বন্ধে যত্নপর।
খোশ—সন্তুষ্ট, খুশী।

॥ ২৩ ॥

মিস্‌লে আন্‌জুম উফকে কওম পে রওশন ভী হূএ,
বুতে হিন্দী কী মুহব্বত মেঁ বরহ্‌মন ভী হূএ,
শওকে পর্‌ওআয মেঁ মহ্‌জূরে নশেমন ভী হূএ,
বে-‘আমল থেঁ হী জওআঁ দীন সে বদ-যন ভী হূএ।
উন্ কো তহ্‌যীব নে হর বন্দ সে আযাদ কিয়া,
লা কে কা’বে সে সনম্‌খানে মেঁ আবাদ কিয়া।

তারার মত জাতির আকাশ ’পরে হ’লি তুই রে উদয়।
হিন্দু বুতের প্রেমে পড়ি হ’লি রে তুই বামুন ম’শয়।
উড়্‌বার আশে বাসা ছেড়ে ঘুরে মরিস তুই বিশ্বময়;
ছিলই যুবক কর্মবিহীন, করলে শেষে ধর্ম বিলয়।
সকল বাঁধন হ’তে শিক্ষা দেছে ওদের ক’রে আযাদ।
তাইতে ওরা কা’বা ভেঙে মন্দির আজি করে আবাদ।

আযাদ—স্বাধীন।

॥ ২৪ ॥

কয়স্ যহ্মত-কশে তন্হাঈএ সহ্রা না রহে,
শহর কী খাতে হওআ, বাদিয়াহ্-পয়মা না রহে,
ওহ্ তো দীওআনাহ্ হায়্, বস্তী মেঁ রহে য়া না রহে,
য়িহ্ যরূরী হায়, হিজাবে রুখে লয়লা না রহে।
গিলাএ জওর না হো, শিক্ওআএ বেদাদ না হো,
'ইশ্ক আযাদ হায়, কীঁউ হুস্ন ভী আযাদ না হো।

মজনূঁ এখন রয় না ব'সে মরুভূমে নিরালায়।
খায় সে হাওয়া শহরেতে, প্রান্তরে আর না বেড়ায়।
পাগল সে তো, আটকে তারে ঘরে ধ'রে রাখাই দায়।
লায়লী এখন বোর্কা খুলুক, অবশ্য সে এইতো চায়।
নালিশ না হোক জোর জুলুমের, নিন্দা না হোক অন্যায়ীর।
প্রেম যদি হয় স্বাধীন, স্বাধীন নয় কেন রূপ সুন্দরীর?

॥ ২৫ ॥

'আহ্‌দে নও বর্‌ক্ হায়, আাতিশ·যনে হর খির্‌মন হায়,
আয়মন ইস্‌সে কোঈ সহ্‌রা না কোঈ গুল্‌শন হায়।
ইস নয়ী আাগ কা আক্‌ওআমে কুহন ঈন্‌ধন হায়,
মিল্লতে খত্‌মে রুস্থল শু'লা ব-পীরাহন হায়।
আাজ ভী হো জো বরাহীম কা ঈমাঁ পয়দা,
আাগ কর সক্‌তী হায় আন্দাজ গুলস্তাঁ পয়দা।

নব্য যুগ এই বিজলী মত পুড়িয়ে করে ক্ষেত বিরান,
নিরাপদ এই বিপদ হ'তে নয় মরু, নয় ফুলবাগান।
এই আগুনে প্রাচীন জাতি পুড়ছে সবে ইন্ধন সমান,
পোড়ায় নাকি এরই শিখা শেষ নবীজীর "মিল্লত" পিরান।
ইব্রাহীমের ঈমান যদি থাকে আজও বিদ্যমান,
করতে পারে অগ্নিকুণ্ডে খুবসুরত এক গুলিস্তান!

শেষ নবীজী—হয্‌রত মুহম্মদ (দঃ)।
মিল্লত-পিরান—ধর্ম্মরূপ জামা।
ইব্রাহীমকে বিধর্মী রাজা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহের কৃপায় তাহা বাগানে পরিণত হয়।

॥ ২৬ ॥

দেখ্‌ কর্‌ রঙ্গে চমন হো না পরেশাঁ মালী,
কৌকবে গুঞ্চা সে শাখেঁ হাঁয় চমক্‌নেওআলী,
খস্‌ ও খাশাক সে হোতা হায় গুলিস্তাঁ খালী,
গুল বর্‌ আন্দায হায় খুনে শুহাদা কী লালী।
রঙ্গ গর্দূঁ কা যরা দেখ তূ ‘উন্নাবী হায়,
য়িহ্‌ নিকল্‌তে হুএ সুরজ কী উফক্‌ তাবী হায়।

মালঞ্চের রং দেখে মালী হ’স নে কো তুই পেরেশান,
হ’ল ব’লে তারার মত কুঁড়িতে ডাল শোভমান।
কাঁটা খোঁচা হ’তে খালি হবে শীঘ্র এই বাগান,
ফুটছে দেখ গোলাপ যেন শহীদ খুনে রং মাখান।
রং মেখেছে আকাশ আজি দেখতে সে যে লাল গোলাপী,
উঠন্ত কি রবির রাগে রাঙিয়ে দেছে খুনখারাপি ?

॥ ২৭ ॥

উম্মতেঁ গুল্‌শনে হস্তী মেঁ সমর-চীদাহ্‌ ভী হাঁয়্‌,
আওর মহ্‌রূমে সমর ভী হাঁয়্‌, খিযাঁ-দীদাহ্‌ ভী হাঁয়্‌,
সঁয়কড়োঁ নখ্‌ল হাঁয়্‌, কাহীদাহ্‌ ভী বালীদাহ্‌ ভী হাঁয়্‌,
সঁয়কড়োঁ বত্‌নে চমন মেঁ আভী পূশীদাহ্‌ ভী হাঁয়্‌।
নখ্‌লে ইস্‌লাম নমূনাহ্‌ হায়্‌ বরোমন্দী কা।
ফল হায়্‌ সঁয়কড়োঁ সদ্দীওঁ কী চমন বন্দী কা।

সংসারের এই ফল বাগানে "উম্মতের" কেউ ফল খেয়েছে।
কেউ হ'য়েছে বঞ্চিত বা কারও হেথা হিম লেগেছে।
কেউ বা ক্ষেতে বাড় বেড়েছে, কতই না বা শুকিয়ে গেছে,
কতই না বা বাগান-গর্ভে ভ্রূণরূপে লুকিয়ে আছে।
ইসলামেরি ফল বাগানে নমুনা আজ ফল ধরার।
পরিণাম এই কত শত বছর ধ'রে কাজ করার।

॥ ২৮ ॥

পাক হায়্ গর্দে ওঅতন সে সরে দামাঁ তেরা,
তূ ওহ্ য়ুসুফ হায়্ কে হর মিস্‌র হায় কিন্‌'আঁ তেরা,
কাফিলাহ্ হো না সকেগা কভী ওঈরাঁ তেরা,
গয়র য়েক বাঙ্গে দরা কুছ্ নহী সামাঁ তেরা।
নখ্‌ল শমা' আস্তী ও দর্ শু'লাহ্ দওদ রেশাএ তূ,
'আক্‌বত সোয বুওদ সায়াএ আন্দেশাএ তূ।

জন্মভূমির কর্দমেতে পরিষ্কার তোর বস্ত্রখান।
তুই সে ইউসুফ, প্রতি মিসর নিকট যার হয় কিনান।
যাত্রী দল তো থামবে না কো চলবে চিরকাল সমান,
ঘণ্টার গুরু নিনাদ বিনা আর কিছু তোর নাই সামান।
আলোক-তরু তুই যে রে, তোর প্রতি মূলে শিখা হয়।
চিন্তার ছায়া হবে তোরি জানি শেষে অগ্নিময়।

কিনান দেশীয় ইয়ুসুফ (Joseph) মিসরের দাসরূপে বিক্রীত হন।
মুসলমানের নিকট স্বদেশ বিদেশ কোনও প্রভেদ নাই।
সামান—পুঁজি, সম্বল।

॥ ২৯ ॥

না মিট্ জাএগা ঈরান কে মিট্ জানে সে,
নশ্শাএ ময় কো ত'আল্লুক নহী পয়মানে সে,
হায়্, 'ইয়া' য়ূরিশে তাতার কে আফ্সানে সে,
পাস্বাঁ মিল্ গয়ে কা'বে কো সনম্-খানে সে।
কিশ্তীএ হক কা যমানে মেঁ সহারা তূ হায়্,
'আস্রে নও রাত হায়্, ধুন্দ্লা সা সিতারা তূ হায়্।

ঈরান যদি ধ্বংস হয় তো, তোর কোন রে নাই বিনাশ।
পাত্র থাকুক নাই বা থাকুক. মদের নেশায় হয় না হ্রাস।
দেখিয়ে দেছে জগজ্জনে তাতারীদের ইতিহাস—
বুতখানা হয় রক্ষী কাবার, তার যেন সে ক্রীতদাস।
এই যুগেরি সত্যের নায়ে তুমি আছ নেয়ে পারা,
নব্য যুগ যে আঁধার রাতি, তুমি তা'তে ক্ষীণতারা।

বুতখানা—মন্দির।
পৌত্তলিক তাতার জাতি ইস্লাম সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া পরে ইস্লাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের তীর্থস্থানের রক্ষাকারী হয়।

॥ ৩০ ॥

হায়্ জো হঙ্গমাহ্ বপা য়ূরিশে বুল্গারী কা,
গাফিলোঁ কে লিএ পয়গাম্ হায়্ বেদারী কা,
তূ সমঝ্তা হায় য়িহ্ সামাঁ হায়্ দিল-আযারী কা,
ইম্তিহাঁ হায়্ তেরে ঈসার কা, খোদ্দারী কা।
কীঁউ হরাসাঁ হায়্ সহীলে ফরসে আ'দাসে,
নূরে হক বুঝ্ না সকেগা নফসে আ'দাসে।

চতুর্দিকে আজ গণ্ডগোল, বুলগারিয়ার আক্রমণ।
ওরে গাফিল! জানিস না তো এ যে নূতন জাগরণ।
ভেবেছিস্ তুই এ বুঝি তোর হিয়ার 'পরে উৎপীড়ন।
এ যে রে তোর আত্মত্যাগের, আত্মাদরের, পরীক্ষণ।
শক্রর অশ্ব হ্রেষারবে কেন রে তুই ত্রস্তমতি?
শক্রর শত ফুৎকারেতে নিভবে না কো সত্য-জ্যোতি।

আরাদর—আত্মসম্মান।

॥ ৩১ ॥

চশ্‌মে আকওআম সে মখ্‌ফী হায়্‌ হকীকৎ তেরী,
হায়্‌ আভী মহ্‌ফিলে হস্তী কো যরূরৎ তেরী।
যিন্দাহ্‌ রখতী হায়্‌ যমানে কো হরারৎ তেরী,
কৌকবে কিস্‌মতে ইম্‌কান হায় খিলাফত তেরী।
ওআক্‌তে ফুর্‌সৎ হায় কহাঁ কাম আভী বাকী হায়,
নূরে তৌহীদ কা ইত্‌মাম আভী বাকী হায়।

অন্য জাতির চক্ষু হতে গুপ্ত আছে তত্ত্ব তোর,
বিশ্ব সভাক্ষেত্রে আছে অদ্যাপি যে কৃত্য তোর।
জীবন্ত রাখে কালের দেহ নিত্য উষ্ণ রক্ত তোর,
সম্ভাবনার সুনক্ষত্রে আছে যে রাজত্ব তোর।
ফুরসত কৈ রে? সমস্ত কাম এখন তো আছে বাকি।
"তৌহীদে"র নুর করতে তামাম এখন তো আছে বাকি।

তামাম – সম্পূর্ণ।

॥ ৩২ ॥

মিস্‌লে বু কয়দ হায়্ গুঞ্চে মেঁ পরেশাঁ হো জা।
রখ্‌ত বর্ দোশ হওআএ চমনস্তাঁ হো জা।
হায়্‌, তঙ্গ-মায়া তূ যর্রে সে বিয়াবাঁ হো জা,
নগ্‌মাএ মৌজ মেঁ হঙ্গামাএ তুফাঁ হো জা।
কুওওতে 'ইশক সে হর্ পস্ত কো বালা কর দে,
দহর মেঁ ইস্‌মে মুহম্মদ সে উজালা কর দে।

ওরে কুঁড়ির বদ্ধ গন্ধ! ছড়া বিশ্ব চরাচর,
বিত্ত লয়ে স্কন্ধে হ' তুই উদ্যান-বায়ু বরাবর।
ওরে রিক্ত! অণু হতে তুই হ' রে মরু প্রান্তর,
কল্লোলের ক্ষীণ কল্ কল্ হ'তে ঝঙ্কারব হ' ভয়ঙ্কর।
প্রেমের বলে উচ্চ ক'রে তোল যত সব নিম্নস্থল,
মুহম্মদের নামের আলোয় তোল ক'রে সব সমুজ্জ্বল।

॥ ৩৩ ॥

হো না য়িহ্ ফুল তো বুল্‌বুল্ কা তরন্নুম্ ভী না হো,
চমনে দহর্ মেঁ কলীওঁ কা তবস্সুম ভী না হো।
য়িহ্ না সাকী হো তো ফির্ ময়্ ভী না হো, খুম্ ভী না হো,
বয্‌মে তওহীদ্ ভী হুন্‌য়ামেঁ না হো, তুম্ ভী না হো।
খীমাহ্ আফ্‌লাক কা ইস্তাদহ্ ইসী নাম্ সে হায়্,
নব্‌যে হস্তী তপিশ্ আমদাহ্ ইসী নাম্ সে হায়্।

না হ'ত এই গোলাপ যদি, বুলবুলি না গাইত গান।
ফুল কুঁড়িদের হাস্যে কালের হাসত না এ গুলিস্তান।
না হ'ত এই সাকী যদি, হ'ত না জাম, শরাব পান।
"তৌহীদে"র এ জলসা নইলে, হ'তিস না তুই বিদ্যমান।
বিশ্বসৌধ বর্ত্তমান এই নামের যে গো প্রসাদে।
ভবের নাড়ী স্পন্দমান এই নামের যে গো প্রসাদে।

গোলাপ, সাকী — হযরত মুহম্মদকে (দঃ) লক্ষ্য করা হইয়াছে।

॥ ৩৪ ॥

দশ্‌ত্‌ মেঁ দামনে কোহ্‌ সার্‌ মেঁ ময়দান মেঁ হায়্‌,
বহর্‌ মেঁ মওজ্‌ কী আগূশ্‌ মেঁ তুফান মেঁ হায়্‌।
চীন কে শহর মেঁ, মরাক্কিশ কে বিয়াবান মেঁ হায়্‌,
আওর পূশীদাহ্‌ মুসল্‌মানকে ঈমান মেঁ হায়্‌।
চশ্‌মে আক্‌ওআম য়িহ্‌ নয্যরাহ্‌ আবদ্‌ তক্‌ দেখে,
রফ্‌'অতে শানে "রফ'না৷ লকা যিক্‌রক" দেখে।

প্রান্তরে বা পর্বত-প্রান্তে কিংবা মরু-ময়দানে,
সমুদ্রে বা ঊর্মি কোলে কিংবা ঝঞ্ঝাতুফানে,
চীন শহরে বা মরক্কোর জনশূন্য এক স্থানে,
আরও আছে এ নাম গুপ্ত মুসলমানের ঈমানে।
দেখবে সকল জাতির চক্ষু অনন্ত কাল এ দৃশ্য,
"রফ'না৷ লকা যিক্‌রাকা"র সমুন্নতি অবশ্য।

রফ'না৷ লকা যিকরাকা — কুরআনের শ্লোক।
অর্থ — আমি (আল্লাহ) তোমার (মুহম্মদের) স্মরণকে উন্নত করিয়াছি।

মুর্‌দমে চশ্‌মে যমীঁ য়া'নী ওহ্‌ কালী দুন্‌য়া,
ওহ তুম্‌হারে শুহদা-পালনেওআলী দুন্‌য়া,
গরমীএ মিহ্‌র কী পরওঅর্দাহ্‌ হিলালী দুন্‌য়া
'ইশ্‌ক্‌-ওআলে জিসে কহ্‌তে হাঁয়্‌ বিলালী দুন্‌য়া।
তপিশ আন্দোয হায়্‌ ইস্‌লাম সে পারে কী তরহ্‌।
গূতাহ্‌ যন নূর মেঁ হায়্‌ অাঁখ কে তারে কী তরহ।

মৃত্তিকার ঐ চোখের তারা অর্থাৎ কালী ধরণীটী,
তোমাদের ঐ শহীদগণের কবরপালী ধরণীটী,
সূর্য্য-তাপে পালিত ঐ চাঁদ-কপালী ধরণীটী,
প্রেমিক জনে যারে বলে ঐ বিলালী ধরণীটী।
এই নামে তাপরক্ষাকারী হয় সে সদা পারার ন্যায়;
জ্যোতির মাঝে রয় নিমগ্ন নিত্য অাঁখি তারার ন্যায়।

বিলালী — হযরত মুহম্মদের (দঃ) ভক্ত শিষ্য বিলালের ন্যায়।

॥ ৩৬ ॥

'আক্‌ল হায় তেরী সপর 'ইশ্‌ক হায়্‌ শম্‌শীর তেরী,
মেরে দরবেশ ! খিলাফৎ হায়্‌ জহাঁগীর তেরী।
মা সেওয়া আল্লাহ্‌ কে লিএ আগ হায়্‌ তক্‌বীর তেরী,
তু মুসল্‌মাঁ হো তো তক্‌দীর হায়্‌ তদ্‌বীর তেরী।
কী মুহম্মদ সে ওফা তূ নে তো হম তেরে হাঁয়্‌,
য়িহ্‌ জহাঁ চীয্‌হী কেয়া ? লওহ ও কলম্‌ তেরে হাঁয়্‌।

বুদ্ধি তোমার বর্ম্মখানি, প্রেম তোমারি শম্‌শীর হেন ;
দরবেশ আমার ! নিখিল বিশ্বে তুমি তো জাহাঙ্গীর যেন।
আল্লাহ বৈ সব জ্বালিয়ে দিতে অগ্নি তব "তক্‌বীর" মেন ;
হাঁ ! মুসলমান হও গো যদি, "তদ্‌বীর" তব "তক্‌দীর" জেন।
মুহম্মদের ভক্ত যদি, সত্য জেন আমিই তোমার।
তোমার তরে "লওহ কলম", বিশ্ব জগৎ কিবা সে ছার।

শমশীর — তরবারি।
দরবেশ — ফকীর।
জাহাঙ্গীর – বিশ্বজয়ী।
তদবীর — পুরুষকার।
তকদীর – দৈব, অদৃষ্ট।
লওহ — আল্লাহের অদৃষ্ট লিখনের ফলক (রূপক অর্থে)।
কলম — যে কলম দ্বারা আল্লাহ্‌ অদৃষ্ট লিপি করিয়াছেন
(রূপক অর্থে)।

শিক্‌ওআহ্‌র স্তবকসমূহের প্রথম ছত্র

॥১॥ কী˚উ যিয়˚া কার বন্˚ স্বদ্ ফরামোশ রহূঁ˚, ২
কেন ক্ষতি সইব ব'সে, করব না কো লভ্যে যতন

॥২॥ হায়্ বজা শেওআএ তস্‌লীম নে˚ মশ্‌হূর হাঁয়্ হম ৩
তোমার সেবক ব'লে খ্যাতি লাভ করেছি আমরা ভবে

॥৩॥ থী তো মওজূদ আযল সে হী তেরী যাত্ কদীম ৪
আদি হ'তেই অস্তিত্ব তো ছিল তোমার বিগুমান

॥৪॥ হম্ সে পহ্‌লে থা 'আজব তেরে জহাঁ কা মন্‌যর ৫
পূর্বে মোদের বিশ্বে ছিল দৃশ্য অতি হাস্যকর

॥৫॥ বস্ রহে থে য়হী˚ সল্‌জূক ভী তূরানী ভী ৬
ধরায় ছিল সলজুক জাতি, আরও ছিল তূরানী

॥৬॥ থে হমে এক তেরে মা'রকাহ্ আারাও˚ মে˚ ৭
ছিলাম মোরা অদ্বিতীয় যোদ্ধদলের গণনায়

॥৭॥ হম্ জো জীতে থে, তো জঙ্গে˚া কী মুসীবত্ কে লিএ ৮
বাঁচতাম শুধু রণভূমে কষ্ট মোরা সইবার তরে

॥৮॥ টল্ না সকতে থে আগর জঙ্গ মে˚ আড় জাতে থে ৯
যুদ্ধ হ'তে মোদের হটান্ সাধ্য ছিল কার কখন

॥৯॥ তূহী কহ্ দে কে উখাড়া দরে খয়বর কিস্ নে ১০
তুমিই বল, ভাঙ্‌ল কে সে খায়বরেরি দুর্গদ্বার ?

॥১০॥ কৌন সী কওম ফকত তেরী তলব্‌গার হুঈ ১১
কোন্‌ সে জাতি তোমার প্রীতি ভাবলে যারা সার সবার

॥১১॥ আ গয়া 'আয়ন লড়াঈ মেঁ' আগর ওআক্‌তে নমায ১২
যুদ্ধ মাঝে ওয়াক্ত হলে পড়ত সবে মিলে নমায

॥১২॥ মহ্‌ফিলে কওন্‌ মকাঁ মেঁ সহ্‌র্‌ ও শাম ফিরে, ১৩
ফিরিয়াছি দিবারাত্র বিশ্ব মাঝে অবিরত

॥১৩॥ সফ্‌হাএ দহর সে বাতিল কো মিটায়া হম্‌ নে ১৪
কালের খাতায় মিথ্যা বাতিল সাফ মুছায়ে দিলাম মোরা

॥১৪॥ উম্মতেঁ আওর ভী হাঁয়্‌, উন্‌ মেঁ গুনাহ্‌গার ভী হাঁয়্‌
আরও আছে জাতি কত, তাদের কত পাপে রত

॥১৫॥ বুত সনম্‌ খানোঁ মেঁ কহতে হাঁয়্‌, মুসল্‌মাঁ গয়ে ১৬
মন্দিরেতে মূর্তিরা কয়, গেলই ভাল মুসলমান

॥১৬॥ য়িহ্‌ শিকায়ত নহীঁ, হাঁয়্‌ উন্‌কে খযানে মা'মূর ১৭
নিন্দা তো নয়, ধনরত্নে পরিপূর্ণ তারি ভাণ্ডার

॥১৭॥ কীঁউ মুসল্‌মানোঁ মেঁ হায়্‌ দওলতে দুন্‌য়া নায়াব ১৮
মুসলিমের আজ ধরায় কেন ভাগ্যের এত বিড়ম্বন

॥১৮॥ বনী আগ্‌য়ার কী আব চাহ্‌নেওয়ালী দুন্‌ইয়া ১৯
অন্যেরে চায় দুনিয়া এবে, মুসলমানে চায় না কো আর

॥১৯॥ তেরী মহ্‌ফিল ভী গঈ, চাহনেওআলে ভী গয়ে ২০
গেছে তোমার জলসা করা, গেছে তোমায় চাইত যারা

॥২০॥ দর্‌দে লয়লা ভী ওহী, কয়স কা পহ্‌লূ ভী ওহী ২১
লায়লী-প্রাণের ব্যথা তো সেই, মজনূঁর বক্ষঃস্থলও তো সেই

॥২১॥ তুঝ্‌ কো ছোড়া কে রসূলে 'আরবী কো ছোড়া ২২
ছেড়েছি কি তোমায় মোরা ছেড়ে দিয়ে "পয়গম্বারে"

॥২২॥ 'ইশ্‌ক কী খয়র ওহ পহ্‌লী সী আদা ভী না সহী ২৩
মানি না হয়, নাই প্রেমিকের আগের মত সে আচরণ

॥২৩॥ সরে ফারাঁ পে কিয়া দীন কো কামিল তূ নে ২৪
ধর্ম করলে পূর্ণ তুমি মক্কার ফারান গিরি-চুড়ায়

॥২৪॥ ওআদীএ নজ্‌দ মেঁ ওহ্‌ শোরে সলাসিল না রহা ২৫
নজ্‌দ-মাঠে শৃঙ্খল-ধ্বনি আর তো এবে শোনা না যায়

॥২৫॥ বাদাহ্‌ কশ্‌ গয়র হাঁয়্‌ গুল্‌শন মেঁ লবে জু বয়ঠে ২৬
কুঞ্জ মাঝে ঝর্‌ণা-তীরে করছে পরে মদিরা পান

॥২৬॥ কওমে আওআরাহ্‌ 'ইনাঁ-তাব ফির হ্‌এ হিজায ২৭
হিজায পানে যাচ্ছে ধেয়ে দিশাহারা ফের যাত্রিগণ

॥২৭॥ মুশ্‌কিলেঁ উম্মতে মহ্‌রুম কী আসাঁ কর্‌ দে ২৮
দয়ার পাত্র এ "উম্মতে"র মুশকিল তুমি আসান কর

॥২৮॥ বূএ গুল লে গঈ বেরূনে চমন রাযে চমন ২৯
ফুলের সুবাস করছে প্রকাশ গুপ্ত কথা ফুলবাগিচার

॥২৯॥ কুম্‌রিয়াঁ শাখে সনূবর সে গুরেযাঁ ভী হুঈঁ ৩০
সনুবরের শাখা হ'তে ঘুঘুগুলি নিল বিদায়

॥৩০॥ লুত্‌ফ মর্‌নে মেঁ হায়্‌ বাকী, না মযা জীনে মেঁ ৩১
আরাম শুধুই মরণেতে, নাই কো মজা আর তো প্রাণে

॥৩১॥ চাক ইস্‌ বুল্‌বুলে তন্‌হা কী নওআ সে দিল হোঁ ৩২
ফাটুক দুখে এই একাকী বুলবুল গানে সবার হিয়া

জওআব-ই-শিক্‌ওআহ্‌র স্তবকসমূহের প্রথম ছত্র

॥১॥ দিল সে জো বাত নিকল্‌তী হায়্‌ আসর রখ্‌তী হায়্‌ ৩৪
দিল্‌ থেকে যে বেরোয় কথা, প্রভাব সে তার রাখেই রাখে

॥২॥ পীর গর্দূঁ নে কহা স্থন কে, কহীঁ হায়্‌ কোঈ ? ৩৫
বল্লে শুনে আসমান বুড়ো, কেউ কোথা কি আছে ওরে

॥৩॥ থী ফিরিশ্‌তোঁ কো ভী হয়্‌রত কে য়িহ্‌ আওআয হায়্‌ কিয়া ৩৬
কি এই আওয়াজ ! ভেবে চিন্তে হয়রান হ'ল ফিরিশ্‌তারা

॥৪॥ কিস্‌ কদর শোখ কে আল্লাহ্‌ সে ভী বরূহম হায়্‌ ৩৭
ধৃষ্ট এমন ছাড়ে না কো করতে খোদায় আক্রমণ

॥৫॥ আঈ আওআয গম আন্‌গেয হায়্‌ আফ্‌সানাহ্‌ তেরা ৩৮
আচম্বিত হ'ল ধ্বনি, — বিষাদ-মাখা তোমার বাণী

॥৬॥ হম্‌ তো মাইল্‌ ব-করম হাঁয়, কোঈ সাইল হী নহী ৩৯
দয়া-উন্মুখ আমি সদাই, কিন্তু কোথায় যাচ্‌ঞাকারী

॥৭॥ হাথ বে-যোর্‌ হাঁয়্‌ ইল্‌হাদ সে দিল খুগর্‌ হাঁয় ৪০
শক্তিশূন্য হস্ত তোমার ; নাইক হৃদে সে ঈমান জোর

॥৮॥ ওহ্‌ ভী দিন থে য়িহী মায়াএ রা'নাঈ থা ৪১
ছিল সে দিন, যখন ছিল এই জনই তো আকর রূপের

॥৯॥ কিস্‌ কদর্‌ তুম্‌ পে গিরাঁ স্থবহ্‌ কী বেদারী হায় ৪২
তোমার তরে ভোরে জাগার এমন লেঠা কভু ঘটে

॥১০॥ জিন্‌কো আতা নহী" ছুন্‌য়া মে" কোই ফন্‌, তুম্‌ হো ৪৩
সংসার মাঝে অকর্ম্মণ্য যার কুখ্যাতি সে যে তুমি

॥১১॥ সফ্‌হাএ দহর সে বাতিল কো মিটায়া কিস্‌ নে ৪৪
কালের খাতার মিথ্যা বাতিল সাফ মুছায়ে দিল কারা

॥১২॥ কেয়া কহা ? বহ্‌রে মুসল্‌মাঁ হায় ফকত ওয়া'দাএ হুর ৪৫
বল্লে ভাল—মুসলিম তরে শুধুই হুরের ওয়াদাখানি

॥১৩॥ মুন্‌ফ'অত এক হায়্‌ ইস্‌ কওম কী, নুক্‌সান ভী এক ৪৬
এই সে জাতি লভ্য যাদের জানি একই, লোক্‌সানও এক

॥১৪॥ কওন্‌ হায় তারিকে আঈনে রসূলে মুখ্‌তার ৪৭
কে ছেড়েছে আইন কানুন বল দেখি রসূলুল্লাহ্‌র

॥১৫॥ জা কে হোতে হায়্‌ মসাজিদ মে" সফ্‌-আরা, তো গরীব ৪৮
মসজিদেতে কাতার বেঁধে খাড়া রয় কে ? সে যে গরীব

॥১৬॥ ওআ'ইযে কওম কী ওহ্‌ পুখ্‌তাহ্‌ খিয়ালী না রহী ৪৯
নাই কো জাতির উপদেষ্টার গভীর চিন্তা আজি কালি

॥১৭॥ শোর হায়্‌ হো গয়ে ছুন্‌য়া সে মুসল্‌মাঁ নাবুদ ৫০
উঠ্‌ছে আওয়াজ ধরার মাঝে ধ্বংস হ'ল মুসলমান

॥১৮॥ দমে তক্‌দীর থা মুস্‌লিম কী সদাকত বে-বাক ৫১
নির্ভীক সত্য মুসলমানের ছিল কথার প্রাণ-সঞ্চারী

॥১৯॥ হর্ মুসল্ম াঁ রগে বাতিল কে লিএ নশ্ তর থা ৫২
করতে মিথ্যা খণ্ড খণ্ড মুসলিম ছিল যেন অন্তর

॥২০॥ হর্ কোঈ মস্তে ময়ে যওকে তন্ আসানী হয় ৫৩
দেহের আয়েশ নেশার মত চাচ্ছে আজি প্রতি জন

॥২১॥ তুম্ হো আপস মেঁ গযব-নাক, ওহ আপস মেঁ রহীম ৫৪
তোরা মরিস হিংসা ক'রে, ছিলেন তাঁর মেহেরবান

॥২২॥ খুদ্কশী শেওয়া তুম্হারা, ওহ গয়ুর খোদ্দার ৫৫
আত্মহত্যা স্বভাব তোদের, তাঁরা মানী আত্মাদর

॥২৩॥ মিস্লে আন্জুম উফকে কওম পে রওশন ভী হুএ ৫৬
তারার মত জাতির আকাশ 'পরে হ'লি তুই রে উদয়

॥২৪॥ কয়স্ যহ্ মত-কশে তন্হাঈএ সহ্রা না রহে ৫৭
মজনূঁ এখন রয় না ব'সে মরুভূমে নিরালায়

॥২৫॥ 'আহ্দে নও বর্ক্ হায়, আতিশ্-যনে হর খির্মন হায় ৫৮
নব্য যুগ এই বিজলী মত পুড়িয়ে করে ক্ষেত বিরান

॥২৬॥ দেখ্ কর্ রঙ্গে চমন হো না পরেশাঁ মালী ৫৯
মালঞ্চের রং দেখে মালী হ'স নে কো তুই পেরেশান

॥২৭॥ উম্মতেঁ গুল্শনে হস্তী মেঁ সমর্-চীদাহ্ ভী হাঁয় ৬০
সংসারের এই ফল বাগানে "উম্মতের" কেউ ফল খেয়েছে

॥২৮॥ পাক হায়্ গর্দে ওঅতন সে সরে দাম'া তেরা ৬১
জন্মভূমির কর্দমেতে পরিষ্কার তোর বস্ত্রখান

॥২৯॥ না মিট্ জাএগা ঈরান কে মিট্ জানে সে ৬২
ঈরান যদি ধ্বংস হয় তো, তোর কোন রে নাই বিনাশ

॥৩০॥ হায়্ জো হঙ্গমাহ্ বপা য়ূরিশে বুল্গারী কা ৬৩
চতুর্দিকে আজ গণ্ডগোল বুলগারিয়ার আক্রমণ

॥৩১॥ চশ্মে আকওআম সে মখ্ফী হায়্ হকীকৎ তেরী ৬৪
অন্য জাতির চক্ষু হতে গুপ্ত আছে তত্ত্ব তোর

॥৩২॥ মিস্‌লে বু কয়দ হায়্ গুঞ্চে মেঁ পরেশ'া হো জা। ৬৫
ওরে কুঁড়ির বদ্ধ গন্ধ! ছড়া বিশ্ব চরাচর,

॥৩৩॥ হো না য়িহ্ ফূল তো বুল্‌বুল্ কা তরন্নুম ভী না হো ৬৬
না হ'ত এই গোলাপ যদি, বুলবুলি না গাইত গান

॥৩৪॥ দশ্ত্ মেঁ দামনে কোহ্ সার্ মেঁ ময়ান মেঁ হায়্ ৬৭
প্রান্তরে বা পর্বত-প্রান্তে কিংবা মরু-ময়দানে

॥৩৫॥ মুর্‌দমে চশ্মে যমীঁ য়া'নী ওহ্ কালী দুন্‌য়া ৬৮
মৃত্তিকার ঐ চোখের তারা অর্থাৎ কালী ধরণীটী

॥৩৬॥ 'আক্‌ল হায় তেরী সপর 'ইশ ক হায়্ শম্‌শীর তেরী ৬৯
বুদ্ধি তোমার বর্মখানি, প্রেম তোমারি শম্‌শীর হেন

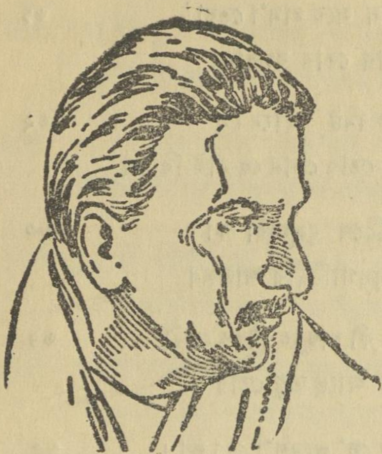

ইক্‌বাল পরিচিতি

আল্লামা মুহম্মদ ইক্‌বাল পাঞ্জাবের সিয়ালকোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। জনাব সৈয়দ ওহীদুদ্দীন তাঁহার "রোযগারে ফকীর" উর্দু পুস্তকে (পৃঃ ২২৯) প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ইক্‌বালের জন্ম তারিখ শুক্রবার ৩রা যীলকাদ, ১২৯৪ হিঃ (৯ই নভেম্বর, ১৮৭৭ খ্রীঃ) আমি ইহা গ্রহণীয় মনে করি। স্বয়ং ইক্‌বাল হিজরী তারিখের সমান ইংরেজী তারিখ সম্বন্ধে অনবধানতা বশতঃ তাঁহার পাসপোর্টে ১৮৭৬ লিখিয়াছিলেন। ইক্‌বালের অগ্রজ এক ভাইয়ের জন্ম তারিখ ছিল ১৮৭৩ খ্রীঃ ২২শে ফেব্রুয়ারি। তিনি অতি শৈশবে মারা যান। তাহা হইতে এই ভুলের সৃষ্টি।

তাঁহার মাতাপিতা পরম ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ কাশ্মীরবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইক্‌বাল এই বংশ গৌরব ভুলিতে পারেন নাই।

বাল্য জীবন

তাঁহার ছাত্র জীবনের একটি ঘটনা অনেকের নিকট হয়ত মুখরোচক হইবে। তিনি একদিন কিছু বিলম্ব করিয়া ক্লাসে উপস্থিত হন। শিক্ষক কৈফিয়ত চাহিলেন। ইক্‌বাল ত্বরিত উত্তর দিলেন, "স্যার, ইক্‌বাল (সৌভাগ্য) বিলম্বেই আসে।" মাস্টার মহাশয় তাঁহার এই উপস্থিত উত্তরে চমৎকৃত হইলেন।

তিনি কিন্তু অনেকের মত কবিতা রচনায় মত্ত হইয়া ক্লাসের পড়াশোনা বিসর্জন দেন নাই। তিনি ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে প্রত্যেক বৎসর পরীক্ষায় প্রথম থাকিতেন। প্রাইমারী ও মিডল (Middle) পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি পান। এণ্ট্রেন্স পরীক্ষাতেও তিনি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী বৃত্তি লাভ করেন।

ঐ সময়ে তাঁহার স্কুল স্কচ্‌ মিশন কলেজে পরিণত হয়। তিনি সেই কলেজেই পড়িতে ইচ্ছা করেন। কলেজে ভর্তি হইবার কালে তাঁহার পিতা তাঁহার নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, পড়াশোনা শেষ করিয়া যেন

ইক্‌বাল আমরণ ইসলামের সেবায় জীবন অতিবাহিত করেন। ইক্‌বাল এই অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এফ. এ. পরীক্ষা পাস করিয়া উচ্চতর শিক্ষার জন্য সিয়ালকোট ছাড়িয়া লাহোর আসিলেন। লাহোর পাঞ্জাবের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। তখনকার লাহোর এখনকার লাহোরের তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র ও নগণ্য শহর ছিল; কিন্তু দিন দিন সমৃদ্ধির উচ্চ হইতে উচ্চতর সিড়িঁতে উঠিতে ছিল। ইক্‌বাল লাহোরের সরকারী কলেজে ভর্তি হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে এখানে তিনি এক উপযুক্ত দরদী অধ্যাপক লাভ করিলেন।

লাহোরে ছাত্র জীবন

তিনি মিস্টার (পরে স্যার) টি. ডব্লিউ. আর্নল্ড। তাঁহার শিক্ষায় ও সাহচর্যে ইক্‌বাল অনেক কিছু শিখিলেন। তিনি ১৮৯৭ সালে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। 'আরবী ও ইংরেজীতে প্রথমস্থান অধিকার করিয়া তিনি দুইটি স্বর্ণপদক লাভ করিলেন। দুই বৎসর পরে তিনি কৃতিত্বের সহিত দর্শন-শাস্ত্রে এম. এ. পাশ করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইলেন।

লাহোরে এই সময়ে এক সাহিত্য সভা গঠিত হয়। মুহম্মদ হুসয়ন আযাদ, আর্শদ গুর্গানী এবং আলতাফ হুসয়ন হালী প্রভৃতি কবিগণ ইহার সদস্য হন। প্রথম জীবনে ইক্‌বাল বিখ্যাত কবি দাগের শিষ্যত্ব করেন। কিন্তু এখন হইতে গালিব ও হালীর প্রভাবে

তাঁহার কবিতা গতানুগতিক বাঁধা খাত ছাড়িয়া সম্পূর্ণ নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। পাশ্চাত্য শিক্ষা এই নূতনত্বের উৎস ছিল। লাহোরের আঞ্জুমন-ই-হিমায়ত-ই-ইস্‌লামের বার্ষিক সভায় ১৮৯৯ সালে ইক্‌বাল তাঁহার কবিতা "নালাএ য়াতীম" (অনাথের আর্তনাদ) পাঠ করেন। এই ছিল তাঁহার সর্বপ্রথম সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ। শ্রোতারা কবিতার ভাবাবেগে চোখের পানি আর সংবরণ করিতে পারে না। সভার শেষে তাহারা ইক্‌বালের হাতে হাত মিলাইবার জন্য একে অন্যের উপর দিয়া পড়িতে থাকে। পর বৎসর তিনি "ঈদের নূতন চাঁদের প্রতি অনাথের উক্তি" শীর্ষক একটি করুণ কবিতা আঞ্জুমনের বার্ষিক সভায় পাঠ করেন। এই সময়ে তিনি "আব্‌রে গুহ্‌রাবর" (মানিকবর্ষী মেঘ) শীর্ষক একটি কবিতা আবৃত্তি করেন।

এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইক্‌বাল লাহোরের ওরিএন্টাল কলেজে ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অল্পদিন পরে তিনি সরকারী কলেজে ইংরেজী ও দর্শন শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক পদ লাভ করেন। এই সময়ে তিনি অর্থনীতি বিজ্ঞান (Economics) সম্বন্ধে উর্দু ভাষায় সর্বপ্রথম পুস্তক রচনা করেন।

অধ্যাপক জীবন

এই সময়ে অধ্যাপক আর্নল্ড সাহেব অবসর প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ডে চলিয়া যান। ইহার কিছুদিন পরে ১৯০৫ সালে ইয়ুরোপের উচ্চতম শিক্ষা লাভের জন্য ইক্‌বাল বিলাত যাত্রা করেন।

ইয়ুরোপ প্রবাস

ইক্‌বাল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন। সেখানে তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক ডক্টর ম্যাক্‌টাগার্ট (Dr. McTaggart)। তিনি সেখানে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি জার্মানির মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পারস্যের দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ (Thesis) উপস্থাপিত করিয়া ডক্টর উপাধি লাভ করেন। এই নিবন্ধের নাম Development of Metaphysics in Persia. ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে তিনি বিদ্বৎসমাজে পরিচিত হন এবং বক্তৃতা প্রদানের জন্য নিমন্ত্রিত হন। তিনি ইস্‌লাম সম্বন্ধে লণ্ডনে ছয়টী বক্তৃতা দান করেন। ইহার প্রথম বক্তৃতা কাক্সটন হলে হইয়াছিল এবং সংবাদপত্রে তাহার মর্ম প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি এই সময়ে ব্যারিস্টারি পাস করেন। কিছু দিন তিনি লণ্ডনের School of Political Science-এর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া জ্ঞান লাভ করেন। আর্নল্ড সাহেব তখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী অধ্যাপকের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছয় মাসের জন্য অবসর লইলে, ইক্‌বাল তাঁহার স্থানে অধ্যাপনা করেন।

ইয়ুরোপ প্রবাসকালে তাঁহার ভাবরাজ্যে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। এশিয়ার ভাবুকতার সহিত ইয়ুরোপের কর্মপ্রিয়তার যোগ সাধিত হয়। কিন্তু তিনি লোকোক্তির রাজহংসের ন্যায় ইউরোপের মন্দ নীর ছাড়িয়া ভাল ক্ষীরই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই তিনি ইয়ুরোপের অন্ধ অনুকরণ ছাড়িয়া তাহার যাহা কিছু উত্তম, তাহাই গ্রহণ করেন। এখন হইতে তাঁহার কবিতায় স্থিতির নিন্দা ও গতির উচ্চ প্রশংসা শুনিতে পাই। ইয়ুরোপের আত্ম-গ্রাসী জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে তিনি বিশ্বাশ্লেষী আন্তর্জাতীয়তার মহিমা কীর্তন করিতে থাকেন। তিনি নিট্‌শের শায়তানিক Superman-এর (অতিমানুষের) স্থলে ইস্‌লামের ঐশ্বরিক 'মুমিনে'র (বিশ্বাসীর) জয় ঘোষণা করিতে থাকেন।

তিন বৎসরের প্রবাসে বিদ্যা ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ হইয়া ইক্‌বাল ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে ভারতবর্ষের বুকে আবার ফিরিয়া আসিলেন। বোম্বাই হইতে লাহোরের পথে দিল্লীতে নামিয়া তিনি খাজা নিযামুদ্দীনের দরগায় তাঁহার কৃতজ্ঞ ভক্তি নিবেদন করিলেন। ২৭শে জুলাই সন্ধ্যায় ইক্‌বাল লাহোরে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য এক বিরাট ভোজসভা হইল। এক দিন পরে তিনি সিয়ালকোটে স্বগৃহে আসিয়া নিজের প্রিয় পরিজনের সহিত পুনর্মিলিত হইলেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

ডক্টর ইক্‌বাল লাহোরের সরকারী কলেজে তাঁহার পূর্ব পদে পুনরায় যোগ দিলেন। সকলে দেখিয়া আশ্চর্য হইল যে, সাহেবিয়ানার ছোঁয়াচে রোগ ইক্‌বালকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; বরং তিনি পূর্বাপেক্ষা আরও বেশী নিষ্ঠাবান্ মুসলমান হইয়াছেন।

১৯১১ সালের এপ্রিলে আঞ্জুমন-ই-হিমায়ত-ই-ইস্‌লামের বার্ষিক সভায় তিনি তাঁহার বিখ্যাত খণ্ড কাব্য 'শিক্‌ওআহ্‌' পাঠ করেন। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহা শ্রবণ করে। যখন কবি এই কাব্যের শেষে পৌঁছিয়া অশ্রুছলছল চক্ষে ভাবগদগদ কণ্ঠে কবিতা পড়িতেছিলেন, তখন শ্রোতাদের বেদনাব্যঞ্জক আহা উহু এবং ফোঁপানির শব্দ ছাড়া বিরাট সভায় যেন এক মহাশূন্যতা বিরাজ করিতেছিল। বাস্তবিক কবির এই শিক্‌ওআহ্‌ যেমন জনপ্রিয় হইয়াছে, তাঁহার আর কোনও কবিতা সর্বসাধরণের নিকট সেরূপ সমাদর লাভ করে নাই।

পৃথিবী তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুসলমানের শোচনীয় অবসাদগ্রস্ত অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া ইক্‌বাল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ১৯১১ সালে অধ্যাপকের কার্য ত্যাগ করিলেন। তিনি সে সময় মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতন পাইতেছিলেন এবং অবসরমত ব্যারিস্টারিও করিতেছিলেন। কেহ তাঁহাকে চাকরি ত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "আমার স্বজাতিকে দিবার জন্য আমার বিশেষ বাণী রহিয়াছে। সরকারী চাকরিতে থাকিলে, আমি তাহা দিতে সক্ষম হই না।

এই জন্য চাকরি ছাড়িয়াছি। আশাকরি আমি এক্ষণে আমার ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে সমর্থ হইব।"

ইক্‌বাল নিজের সাংসারিক প্রয়োজনের জন্য ব্যারিস্টারি করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষের প্রধান আইনজীবিগণের ন্যায় তাঁহার পেশাগত সুনাম থাকিলেও অর্থলোভ তাঁহার ছিল না। মাসিক খরচের মত টাকা পাইলে তিনি আর কোনও মোকদ্দমা গ্রহণ করিতেন না। মিঃ সি. আর. দাস প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যারিস্টারগণ তাঁহার সহিত আইন বিষয়ে পরামর্শ করিতেন এবং তাঁহাকে দূরদূরান্তরে কৌন্‌সলী হিসাবে নিযুক্ত করিতেন।

১৯১৪ সালে আঞ্জুমন-ই-হিমায়ত-ই-ইস্‌লামের বার্ষিক সভায় ইক্‌বাল তাঁহার রচিত পারসী কাব্য "আস্‌রারে খুদী" (ব্যক্তিত্বের রহস্য) পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করেন। ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে সমগ্র পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। ইহারও দুই বৎসর পরে ১৯১৮ সালে তাঁহার "রুমুযে বেখুদী" (ব্যক্তিত্বহীনতার সমস্যাবলী) মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হয়। এই দুই পুস্তকে ইক্‌বাল ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার দার্শনিক মত প্রকাশ করেন।

দার্শনিক কবি ইক্‌বাল

এই মত তাঁহার পূর্বে বোধ হয় এশিয়ার কোনও ভাষায় কোনও ভাবুক কখনও প্রচার করেন নাই। পাঠকগণের সকলই যে তাঁহার মত ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহা বলা চলে না; তবু তাহারা কবির দার্শনিকত্বে বিস্ময়াভিভূত না হইয়া থাকিতে

পারে নাই। এই পুস্তকে ইক্‌বাল এক শ্রেণীর সূফীগণের নিষ্ক্রিয় ভাবময় জীবনের নিন্দা প্রসঙ্গে পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিযের গযলের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। ইহাতে কতক লেখক তাঁহার প্রতি কঠোর সমালোচনা-বাণ নিক্ষেপ করিতে থাকে। অবশেষে তিনি এই অংশগুলি পরিবর্তন করাই সমীচীন মনে করেন!

১৯২০ সালে "আস্‌রারে খুদীর" অনুবাদ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক নিকলসন (A. R. Nicholson) স্বীয় ভূমিকাসহ ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত করেন। ইহাতে পাশ্চাত্য দেশে ইক্‌বালের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে।

১৯২১ সালে তাঁহার "খিযরে রাহ" (অমৃত উৎসের পথপ্রদর্শক) এবং পর বৎসর তাঁহার "তুলু'এ ইস্‌লাম" (ইস্‌লামের উদয়) প্রকাশিত হয়। তিনি এই খণ্ডকাব্য আঞ্জুমন-ই-হিমায়ত-ই-ইস্‌লামের বার্ষিক অধিবেশন পাঠ করেন। পরে (১৯২৪) এই দুই খণ্ডকাব্য তাঁহার পূর্বরচিত সমস্ত উর্দু কবিতা ও খণ্ডকাব্য সহিত তাঁহার "বাঙ্গে দরা" (ঘন্টাধ্বনি) নামক কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

ইক্‌বালের জগদ্বিখ্যাত কীর্তি ভারত সরকারের অবিদিত থাকে নাই। ১৯২১ সালে সরকার তাঁহাকে Sir উপাধি দান করেন। বাস্তবিক উপাধিকেই ইক্‌বাল সম্মানিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ তাঁহার এই সরকারী উপাধি গ্রহণে সন্তুষ্ট হন নাই।

ইক্‌বালের পারসী ভাষায় লিখিত "পয়ামে মশ্‌রিক" (প্রাচ্যের বাণী) ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। " তস্‌খীরে ফিৎরৎ" (সৃষ্টি অধিকার) নামক এক খণ্ডকাব্য ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহা জার্মানীর দার্শনিক কবি গ্যেটের Oest-westerliche Diwan-এর উত্তর স্বরূপে রচিত। দেশ বিদেশে ইহার আলোচনা ও সমাদর হইয়াছিল।

ইক্‌বালের অন্যান্য কাব্য রচনার মধ্যে পারস্য ভাষায় রচিত "যবূর-ই-'আজম" (পারস্য স্তোত্র), 'জাভীদ নামা' (শাশ্বত পুস্তক), 'পস্ চি বায়দ কর্দ' (অতঃপর কিংকর্তব্য), 'আমুর্গান-ই-হিজায' (হিজাযের উপঢৌকন) এবং উর্দুতে রচিত 'বাল-ই-জিব্রীল' (জিব্রীলের ডানা) ও 'যর্‌ব-ই-কলীম' (মূসার যষ্টি আঘাত) বহুল প্রচলিত এই সমস্ত রচনায় তাঁহার দার্শনিক মনের ও ইস্‌লামী ভাবের প্রকাশ, অভূতপূর্ব ছন্দের ঝঙ্কার এবং চমৎকার প্রকাশভঙ্গী বিশ্বসাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

জীবনের অন্যান্য কার্য

ইক্‌বালের জীবনের শেষ ভাগে পৃথিবীর ও ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেক কিছু গুরুতর ঘটনা ঘটে। পৃথিবীর প্রথম মহাসমর, ভার্সাই সন্ধি, ভারতবর্ষে রাউলাট এক্ট, জালিওআনওআলাবাগের হত্যাকাণ্ড, খিলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, তুর্কিতে সাধারণতন্ত্র স্থাপন ও খিলাফতের বিলোপ সাধন — এইগুলি পৃথিবীর ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয়

থাকিবে। ইক্‌বাল কোনও আন্দোলনে আন্দোলিত হন নাই। তিনি ভীষণ ঝড় ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে হিমালয় গিরির ন্যায় অটল অচল থাকিয়া নিজের ধ্যানেই মগ্ন রহিলেন। রাজনৈতিক চেতনা তাঁহার তীব্র ছিল। রাজনীতিতে তিনি এক প্রকার বিপ্লবীই ছিলেন। কিন্তু তিনি সমসাময়িক রাজনীতিতে কোনও প্রধান অংশ গ্রহণ করেন নাই। এবিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনীয়। রাজনৈতিক নেতা হইবার আকাঙ্ক্ষা ইক্‌বালের কোন কালেই ছিল না। তবু তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি ১৯২৬ সালে পাঞ্জাবের লেজিস্‌লেটিভ কাউন্‌সিলের সদস্য পদপ্রার্থী হন। তাহাতে অনায়াসে কৃতকার্য হইয়া তিনি স্বীয় প্রদেশের রাজনীতিতে যোগদান করেন। এই সদস্যরূপে কাউন্‌সিলের অধিবেশনে তিনি কয়েকটি মূল্যবান মতামত প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি এই দিল্লীকা লাড্ডুর মজা একবার চাখিয়া পুনরায় চাখিতে রাজি হইলেন না।

তিনি ১৯২৮ সালে নিমন্ত্রিত হইয়া দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হন। এই সময়ে তিনি মাদ্রাজ, মহিসুর, হায়দরাবাদ, সেরিঙ্গাপটম এবং আলীগড়ে কতকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন। সেইগুলি পরে Reconstruction of Religious Thought in Islam নামে Oxford University Press হইতে

প্রকাশিত হয়। তিনি মুসলিম শিক্ষাসংস্কারে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৩২ সালে দ্বিতীয়বার ইয়ুরোপ হইতে ফিরিবার পর তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্র দিল্লীর জামি'আএ মিল্লীয়ার দুই সভায় সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি আফগানিস্তানের আমীরকেও আফগান সরকারের এক কমিশনের সদস্যরূপে শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে উপদেশ দিয়াছিলেন।

১৯৩০ সালে তিনি Simon Commissionএর সমক্ষে সাক্ষ্যদান করেন। ঐ বৎসর ২৯শে ডিসেম্বর তিনি অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি বলেন — *

"আমি দেখিতে চাই পাঞ্জাব। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান সম্মিলিত হইয়া যেন এক রাষ্ট্রে গঠিত হয়। ভারত সাম্রাজ্যের ভিতরে বা বাহিরে সম্মিলিত উত্তরপশ্চিম ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্র সংগঠন আমার কাছে মুসলমানদের শেষ ভাগ্য বলিয়া

---

* "I would like to see the Punjab, North-West Frontier province, Sind and Baluchistan amalgamated into a single state. Self-government within the British Empire or without the British Empire, the formation of a consolidated North-west Indian Muslim State, appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of North-West India."

মনে হয়, অন্ততঃ পক্ষে উত্তর পশ্চিম ভারতবাসীদের জন্য।"

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে তিনি ঐ অভিভাষণে পাকিস্তান পরিকল্পনার আভাস দান করেন।

১৯৩১ ও '৩২ সালে তিনি লণ্ডনে "গোল টেবিল কন্‌ফারেন্সে" যোগদান করেন। তিনি তাহাতে যথাশক্তি মুসলিম ভারতের দাবী দাওয়া পেশ করেন। মহাত্মা গান্ধী ও মহামান্য আগা খান সকল সম্প্রদায়ের সভ্যগণের মধ্যে ঐক্যের চেষ্টা করেন। ইক্‌বালও সম্মানজনক আপস মীমাংসার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু কতকগুলি শিখ ও হিন্দু সদস্যের একগুঁয়েমিতে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ফিরিবার পথে তিনি ফ্রান্স, স্পেন, ইতালী, মিশর ও প্যালেষ্টাইন ভ্রমণ করিয়া দেশে আসেন। স্পেন দেশে প্রায় ৮ শত বৎসর ধরিয়া মুসলমানগণ জাঁকজমকের সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাজেই সেই দেশের প্রতি ইক্‌বালের একটি অন্তরের টান ছিল। তিনি স্পেনের কর্দোভা, সেভিল, গ্রানাদা, তোলেদো এবং মাদ্রিদ পরিদর্শন করেন। তিনি কর্দোভার ঐতিহাসিক মস্‌জিদ এবং গ্রানাদার আল্‌হামরা এবং মদীনতুয্‌ যহ্‌রার ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি কর্দোভার মস্‌জিদে নমায পড়েন। বোধ হয় গত পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে তিনি ব্যতীত আর কেহই

তাহাতে আল্লাহের নাম উচ্চারণ করে নাই। তিনি কর্দোভার মস্‌জিদে বসিয়া একটি উর্দু কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রবাসকালে লিখিত কবিতাগুলি "বালে জিব্রীল"এ সংগৃহীত হইয়াছে।

১৯৩৪ সালে ইক্‌বাল শারীরিক অসুস্থতার কারণে আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। কিছু দিন পরে গুণগ্রাহী ভূপালের নবাব সাহেব তাঁহর জন্য মাসিক ৫০০৲ বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দেন। ইক্‌বাল আমরণ এই বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু অন্তে ইহা তাঁহার পুত্রের শিক্ষার জন্য ভূপাল দরবার মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

১৯৩৫ সালে তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হয়। ইহাতে তিনি বড়ই অভিভূত হইয়া পড়েন। তিনি মনে করিতে থাকেন যে তাঁহারও মৃত্যু-দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। তিনি তাঁহার বৈষয়িক ব্যাপার সম্বন্ধে একখানি ওসীয়তনামা লিখিয়া রেজিস্ট্রারের নিকট পাঠাইয়া দেন। এই সময় হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

১৯৩৮ সালের ২৫শে মার্চ শুক্রবার তিনি রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। ২১শে এপ্রিলের বৃহস্পতিবার ভোরে মৃত্যুর ১০ মিনিট পূর্বে তিনি তাঁহার স্বরচিত এই পারসী কবিতাটি আবৃত্তি করেন—

"সরূদে রফ্‌তাহ্‌ বায আয়দ কি নায়দ,
নসীমে আয হিজায আয়দ কি নায়দ।
সর আমদ রোযগারে ঈঁ ফকীরে,
দিগর দানাএ রায আয়দ কি নায়দ।"

বিগত সে রাগিণীটি ফিরে আসে কি না আসে,
আরব হইতে মলয় পবন ধীরে আসে কি না আসে।
এই ফকীরের পরমায়ু হ'ল নিঃশেষ হায় রে আজি!
তত্ত্ববিদ্ আর এই ধরনী 'পরে আসে কি না আসে।

অন্তিম কালে ভোর ৫।০ টার সময় তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল, "আল্লাহ্‌।" সেই সঙ্গে তাঁহার প্রাণপাখী উর্ধ্বলোকে মহাপ্রয়াণ করিল।

ইন্না লিল্লাহি ওা-ইন্না -ইলাইহি রাজি ঊ'ন।

লাহোর বাদশাহী মস্‌জিদের দ্বারপ্রান্তে তাঁহার মাযার দেশ বিদেশের ভক্তগণের যিয়ারতের স্থানে পরিণত হইয়াছে।

পাকিস্তান সরকার ইক্‌বালের সাহিত্য ও সাধনা সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ইক্‌বাল একাডেমী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্মৃতির অটুট স্তম্ভ হইতেছে পাকিস্তান।

ইস্‌লামীভাবে আপনার মন মাতোয়ালা হয়ে থাকলে আমাদের এ বইগুলোও পড়ুন ঃ

আল্‌হাজ্জ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ প্রণীত

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে এবং সমাজবিজ্ঞানে অনুসন্ধিৎসুদের জন্য

ইস্‌লাম প্রসঙ্গ

জ্ঞানগর্ভ, সুস্পষ্ট ও সাবলীল ভাষায় কুর্‌আন ও হদীসের উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যাসহ আধুনিক সমাজ জীবনে মুসলিম নারী ও পুরুষ যে সব জিজ্ঞাসা ও সমস্যার সম্মুখীন, তাহার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা-পূর্ণ ১০টী নিবন্ধ এবং ঈমান ও আমলের সক্রিয় সমন্বয়ে আদর্শ মহামানব আঁ হয্‌রতের জীবনের উপর ৪টি প্রবন্ধ ; হয্‌রত আবু বকর সিদ্দীক (রঃ), হয্‌রত আবদুল কাদির জীলানীর (রঃ) জীবনীসহ পূর্ব ভারতে অধ্যাত্মিক পাকিস্তানের নকীব হয্‌রত শাহজালাল (রঃ) এবং পরবর্তীকালে পাক-ভারতের অন্যতম আওলিয়া বাঙ্গালী সমাজজীবনে ইস্‌লামী আলোর দিশারী হয্‌রত নূরুল হক্‌ কুত্‌বুল আলম, বাঙ্গালী ফারসী কবি ও সাধকপ্রবর সূফী ফৎহ্‌ আলী (রাঃ) ও তদীয় খলীফা হাদীএ কওম ফুরফুরার পীর মৌলানা মুহম্মদ আবুবকর সিদ্দীকী (রঃ) সাহেবানদের ও অন্যান্য ৫ জন কর্মময় মুমিন জীবনের অলেখ্য বাস্তব দুনিয়ায় ইস্‌লামী মত ও পথের নির্দেশ দিবে। হয্‌রত বড় পীর (রঃ) রচিত বিখ্যাত কসীদাঃ গওসিয়ার অনুবাদও ইহাতে আছে।

১।৮ রয়াল ১৩৯ পৃঃ সুন্দর প্রচ্ছদে বাঁধাই॥ মূল্য ৫৲ টাকা॥

রসুলুল্লাহ্‌র তারিফে লিখিত

অমর কাব্য

শয়খ ইমাম আবু আব্‌দিল্লাহ্‌

মুহম্মদ শরফুদ্দীন বিন্‌ স'ঈদ বিন্‌ হসন বুসীরী (রহঃ) রচিত

কসীদতুল বুর্দঃ

ও

কা'ব বিন্‌ যুহয়র (রাঃ) রচিত

বানত-সু'আদ

বিখ্যাত আরবী কাব্যদ্বয়ের মুল হইতে গদ্যানুবাদ। আরবী কসীদঃ কাব্যের মধ্যে বানত সু'আদ এবং কসীদতুল্‌ বুর্দঃ কেবল বিখ্যাত নয়, পবিত্র ও পুণ্যজনক বলিয়া আঁ হযরতের (দঃ) ভক্তগণের নিত্য পাঠ্য ওযীফঃ। বাংলায় ইহাই একমাত্র পুস্তক।

মনোরম অঙ্গসজ্জায় ১/১৬ ক্রাউন। বাঁধাই ঃ মূল্য ১৲ মাত্র।

রুবাইয়্যাত-ই-উমর খয়্যাম

ইতালীয় কাব্যের সনেটের মত রুবা'ঈ পারসী কাব্যের এক বৈশিষ্ট্য। গযল বসরাই গোলাপ আর রুবা'ঈ গোলাপের নির্যাস। এক ফোঁটা, কিন্তু গন্ধে ভরপুর। দার্শনিক কবির বিস্তৃত জীবনী ও পরিচিতি সহ মূল রুবা'ঈর কাঠামো বজায় রাখিয়া ১৫১ রুবা'ইয়্যাতের প্রাঞ্জল অনুবাদ।

[২য় সংস্করণ মূল্য দেড় টাকা]

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কৃত প্রাচ্যের অমর কাব্য

দীওয়ান-ই-হাফিয

প্রাচ্যের গৌরব যুগের সাধক কবির সাময়িক কাল, জীবনী ও পরিচিতি এবং গযল কবিতার উপর নিবন্ধ সহ বিখ্যাত ৬০ গযলের ছন্দে পদ্যানুবাদ। প্রখ্যাত কবিদের দ্বারা প্রশংসিত।

"বহুদিন পূর্বে কাজী নজরুল ইসলাম কয়েকটি গজলের বঙ্গানুবাদ আমাদের শুনাইয়াছিলেন, সেগুলি চমৎকার হইলেও তাহাতে তৃষ্ণা মিটে নাই। আরও শুনিবার জন্যে আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষাই তাহাতে বাড়িয়া গিয়াছিল। ... ...

এই কেতাবখানি সম্বন্ধে বলিবার কথা আমার এই যে, মূল বৃন্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও ইহার গোলাপগুলির সৌরভ আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছে। ছন্দের লঘু চটুল ভঙ্গী কণ্ঠকে সুরে স্পন্দিত করিয়া তুলে। লেখক গজল রচনার উপযোগী ভাষাটিকে এমন চমৎকার ভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন, যে ঐগুলিকে মৌলিক রচনা বলিয়া মনে হয়। ... ...

এক কথায় এই কাব্যখানি বঙ্গ সাহিত্যে একটি অপূর্ব দান। ... ...

কালিদাস রায় কবিশেখর।

"... ... হাফিয আমার প্রিয় কবি। হাফিয হইতে কয়েকটি কবিতা আমি অনুবাদ করিয়াছিলাম। ... ... আপনি মূলগ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়াছেন, আমার মত ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থের সাহায্য লন নাই। আপনার গ্রন্থে আসল রসের প্রত্যাশা করি। ... ..."

যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

২য় সংস্করণ ১।৮ ডঃ ক্রাউন পৃঃ ১০৫ কার্টিজে ছাপা

মূল্য ঃ সাধারণ ঃ তিন টাকা। শোভন সুন্দর বাঁধাই ঃ পাঁচ টাকা

আলহাজ্জ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রণীত

মূল্যবান গবেষণা পূর্ণ নতুন তত্ত্বের সমাবেশে

শেষ নবীর সন্ধানে

আদর্শ শেষ নবীর আবির্ভাব ও মক্কা জীবনের বিভিন্ন ঘটনার উপর গবেষণা-মূলক নিবন্ধ পুস্তক। ইহার পরিশিষ্টে মূল আরবী উদ্ধৃতি ও হিজরতের পূর্ব পর্য্যন্ত প্রধান ঘটনাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মূল ও পরিশিষ্ট সহ : ১।১৬ ডবল ক্রাউন : ১২৮ পৃঃ।
রুচিকর প্রচ্ছদ ও বাঁধাই : মূল্য : ২.৫০ পয়সা।

সকলের জন্য অভিনব পুস্তক
প্রত্যেক বাড়ীতেই থাকা বাঞ্ছনীয়

ছোটদের রসূলুল্লাহ্ (দঃ)

আঁ হয্‌রতের জীবনী ও জীবনের যে সব বিশিষ্ট ঘটনা ও হদীসের বাণী মনকে আদর্শবাদী হ'তে সহায়তা করবে। আর তার সাথে হয্‌রতের চার আসহাব ও অন্য ছয়জনসহ আশ্‌রাহ মুবাশ্‌শরাহর (রঃ) জীবন কথা এবং হয্‌রতের বীর সেনানী খালিদের জীবনী।

তিন রঙে ভাল কাগজে ১।১৬ ডঃ ক্রাউন, ৮৬ পৃঃ ছাপা।

সুন্দর প্রচ্ছদপটে শক্ত মলাটে বাঁধা। মূল্য দুই টাকা।

845

Iqbal Academy Pakistan
LAHORE
Acc. No. 845
Call No.
Title.
Author

Issue Date	Returned	Borrower's Name

00000845